PRINTED BY SUDDARSUN GHOSE.

গ্রন্থারম্ভ

রসবতীর রূপ দর্শনে রূপধর রাজার মূর্চ্ছা ৩
রসবতীর পতি পূজা
রূপধরের চেতন
রূপধরের জ্যোতিষ [illegible] বেশে রাজবাটী গমন
রসবতীর লজ্জা
[illegible] রূপধরের রাজবাটী গমন
রূপধরকে দেখিয়া রসবতীর বিরহ চিন্তা
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
প্রভাত বর্ণনা
রসবতীর [illegible] পতি আনিতে দাসী প্রেরণ
নীলকান্তের স্বপ্ন ও [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ও স্বদেশ গমন
[illegible] অভাবে [illegible]
নীলকান্ত ও রসবতীর [illegible]
পরম হংসের আত্মতত্ত্ব [illegible]
গ্রন্থ সমাপ্ত

শ্রীশ্রীপরমাত্মনে নমঃ।

ভূমিকা।

এই জন্ম মৃত্যু পরিবর্ত্তিনি জগতে প্রায় অনেকেই ভ্রমবশতঃ বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষার মূলিভূত কারণ স্বর হলাদি সুবর্ণাবলী ভূষাতে ভূষিতা না করিয়া কেবল সুবর্ণাবলী ভূষাতে ভূষিতা করিয়া সেই সুবর্ণালঙ্কৃতা দিগকে বিবর্ণলতা পাশে বদ্ধ করিতে বাধ্য হয়েন। অর্থাৎ বর্ণ সঙ্কর সন্তানের সম্পাদক হইয়া অপূর্ব্ব গরিমা যে পর্ব্বকুল তাহা সর্ব্ব প্রকারে খর্ব্ব করেন। ইহার মর্ম্মার্থ বালিকারা শৈশবাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস বিরহে অবিদ্যা প্রযুক্ত যৌবনাবস্থার মধ্যেতে অবিদ্যা অর্থাৎ স্বীয় পতি পরিহরি উপপতি প্রতি প্রীতি করিয়া ব্যভিচারিণী হইয়া ঘৃণা জনক হয়েন। অতএব উক্ত তরুণী দিগকে নানা বর্ণালঙ্কার ভরণী তরণী না করিয়া নানা বর্ণালঙ্কার ভরণী তরণী করাই বুধগণের শ্রেয়ঃ। আর বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে যে বিদ্যারূপ রত্নাকর রত্নাকর অপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট কেননা রত্নাকরে মণি মুক্তা

ভূমিকা ।

প্রবালাদি বিবিধ অমূল্য রত্নও আছে এবং শুক্তি শম্বুকাদি নানা বিধ অমূল্য রত্নও আছে. কিন্তু বিদ্যারত্নাকরে অমূল্য রত্ন ব্যতীত অমূল্য রত্ন নাই। আর রত্নাকরে অমৃত হলাহল উভয়েরি উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যা রত্নাকরে অমৃত ভিন্ন অন্য উৎপন্ন কদাচ হইতে পারে না। এবং রত্নাকর হইতে উদ্ভূত যে জ্যোতির্মধ্যচারি চন্দ্র তাঁহা কর্তৃক কেবল বাহ্য তামস বিনাশকে পায়। কিন্তু অহরহ নয় এবং তিনি দুই পক্ষাবলম্বী ও পক্ষ পাতী। কিন্তু বিদ্যারত্নাকর হইতে উদ্ভব যে জ্ঞানচন্দ্র তিনি বিনা পক্ষপাতে বাহ্যাভ্যন্তরস্থ উভয় তামসকেই অহরহ বিনষ্ট করেন এবং অসংখ্য রশ্মি দ্বারা জগদুজ্জ্বল হইয়া চতুর্বর্গ মার্গ দর্শাইতে জনগণের হৃদয়াকাশে বিরাজমান হয়েন। অতএব এতাদৃশ যে বিদ্যারত্ন ইহা স্ত্রীরত্ন দিগকে বঞ্চিত করিয়া যে আপনারা সঞ্চিত করেন বাঞ্ছিত হইতেছে কি কিঞ্চিৎ দয়াও হয় না। ইহাই এতদ্দেশস্থ লোকদের বিষয়. কেননা যথায় বিদ্যাভাব তথায় কেবল অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব, অতএব হে বিবেক বাহক ব্যক্তিসকলেরা আপনারদিগের বিবেচনার অধীনে এ অধীন শান্তিপুর পুরুষের নিবেদন করিতেছে যে উক্ত বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিতে যুক্তি যুক্ত হউন, কেননা উক্ত বালিকারা বিদ্যাবতী হইলে পরমাহ্লাদে পতিব্রতা হইয়া পরম সুখে পরম পরাৎপর পরমেশ্বর প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যেহেতুক স্বামীর প্রতি প্রীতি সম্পাদন হইলে জগৎ স্বামীর প্রতি প্রীতি হওয়ার সম্ভাবনা এ বিষয়ের উদাহরণ জন্য এ দৈন্য বিবিধ সুহৃদ গণের অনুমত্যানুসারে নানা শাস্ত্র আকর্ষণ পুরঃসর এই

ভূমিকা।

অস্মিন্নব সতীত্ব সুধাসিন্ধু নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছে, যে রসবতী নাম্নী নারী বিদ্যাবতী প্রায় বিদ্যাবতী হইয়া পতিরূপ স্বপ্নের সাধুর দৃঢ় বিড়ম্বনা হইতে সতীত্ব ধর্মোত্তীর্ণ করিয়া স্বপতি সহিতে তত্ত্ব জ্ঞানের তত্ত্বে মত্ত হইলেন। বিদ্যোৎসাহী বঙ্গেরা এই গ্রন্থের বর্ণ বিন্যাসের বিনাশ দোষে রোষযুক্ত না হইয়া নীর ত্যাগী ক্ষীরগ্রাহী মরালবৎ মদীয় দোষ গুণ যুক্ত এই গ্রন্থের দোষ ত্যাগী হইয়া গুণজ্ঞ মহাশয়েরা স্বগুণে এই নির্গুণের গুণে আবদ্ধ প্রযুক্ত দোষ দূরিকরণ করণক গুণগ্রহণ করিলে মহতের মহত্ব মহামণ্ডলে সুপ্রকাশ পাইবেক কিমধিক জ্ঞাপনেতি।

ওঁ

। তৎসৎ ।

পয়ার। নম হে সচ্চিদানন্দ আনন্দ নিধান। বেদে কয় জ্যোতির্ম্ময় জগত প্রধান॥ শ্রুতি স্মৃতি অনুমতি অনুক্ষণ করে। একমেব অদ্বিতীয় এভিন সংসারে॥ নৈয়ায়িক বৈয়াকরণিক মীমাংসা বেদান্তে। সাংখ্য পাতঞ্জল সবে সদা সেই চিন্তে॥ নানা রূপোপনিষদ নানা শাস্ত্র মতে। নানা স্থানে নানা ভাবে তব কল্পনাতে। পৌরাণিক পুরাণ বেদ ওরূপ গঠনে। কত তন্ত্রে বাক্যমন্ত্র মন্ত্রের পঠনে॥ বিবিধ নৈবিদ্য বাদ্য বস্ত্র পশু আদি। দান সত্রে ধন পুত্রে চাহে সেত্রে সুদি॥ অতএব ঘটে পটে বটে বটে সার। একরূপে ওরূপ তব স্বরূপ সাকার॥ তত্ত্ব বেত্তা চিত্তে কিন্তু নিত্য নিরাকার। নিরাশ্রয় জগতে আশ্রয় সত্য সারাৎসার॥ সত্ত্ব রজ তম আদি ত্রিগুণ প্রকাশ। কৃপায় সকলি পায় সৃষ্টি স্থিতি নাশ॥ ক্ষিত্যপ্তেজ মরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ ভূতে। চেতনাচেতন হয় তোমার কৃপাতে॥ আদিত্যাদি আদি নবগ্রহ যারে কয়। তোমার আজ্ঞায় সবে স্বীয় কর্ম্মে রয়॥ অশ্বিনী আদি নক্ষত্র তব আজ্ঞাধীনে। নিয়মে সাধেন কার্য্য থাকিয়া গগনে॥ হে জগদীশ্বর তব অনুকম্পা বশে। অচল সচল সহ মহীতল

চলে ॥ বিশ্ব রক্ষা হেতু সূর্য সেতু বত্ত হয়। তব তত্ত্ব অর্থে মতে পরিবর্ত্তে রয় ॥ কল্প কল্পান্তর বর্ষ অয়ন অবধি। রাশী পক্ষ তিথি যাম দণ্ড পল আদি ॥ কাষ্ঠা কলা অনুপল বিপল প্রভৃতি। গতায়াত করে তব আজ্ঞা করে স্তুতি ॥ কীটাদি পতঙ্গ যক্ষ রক্ষ পক্ষ সর্প। বানর কিন্নর নর দেবতা গন্ধর্ব্ব ॥ আর মুনি ঋষি আদি যত মহাজন। তোমার কৃপায় সবে সুখের ভাজন ॥ তৃণ তরু লতা গণ এধরামণ্ডলে। তোমায় সঁপিছে তোলি স্বীয় ফল ফুলে ॥ কূপ আদি নদ নদী জলধি বিশাল। রঙ্গেতে তরঙ্গ তার হয় অবিরত। কে বলে বায়ুতে বারি সঞ্চালন করে। তব প্রেমে আহ্লাদেতে সদা নৃত্য করে ॥ তোমার মহিমা গুণে যত জলচরে। সঞ্জীবিত হইয়া সব সেই জলে চরে ॥ কে বলে কেবল বৃষ্টি রিষ্টি নাশ তরে। তা নয় কাঁদয়ে মেঘ তব প্রেমভরে ॥ এইরূপে জগতের প্রত্যেক ব্যাপার। ইহাতে কেবল তব করুণা প্রচার ॥ সর্ব্ব মূলাধার ওহে সর্ব্ব আত্মা তুমি। অখণ্ড মণ্ডলাকার সর্ব্বভূত স্বামী ॥ আমি মূঢ়মতি কি বর্ণিব বর্ণ হারে। সে বর্ণনা বর্ণিতে হে সর্ব্ব বর্ণ হারে ॥

গ্রন্থারম্ভঃ।

ত্রিপদী। কাঞ্চীর নগরে ধাম, মহারাজ গুণধাম, গুণবতী নামে ভার্য্যা তাঁর। ঈশ্বর ইচ্ছায় কন্যা, পাইল ত্রিলোক ধন্যা, স্ত্রীপুরুষে আনন্দে অপার॥ দিন২ শশি কলা, বৃদ্ধি পায় রাজবালা, ক্রমে শিক্ষে বিদ্যা নানারূপ। দেখি তারে বিদ্যাবতী, মনে ভেবে বিদ্যাবতী নাম ধন্য ব্যস্ত হন ভূপ॥ কনক রাজ্যের রাজা, রূপে গুণে মহা তেজা, নীলকান্ত তাঁহার সন্ততি। তাঁহারে বরণ করি, সমর্পিয়া স্বকুমারী, রাজভোগে রত প্রজাপতি। কন্যার নাম রসবতী, পতিব্রতা সাধ্বী সতী, গতি মতি রতি পতি পায়। মনোহর অট্টালিকা, তাহাতে রত্নমালিকা, বিজুলিকা প্রায় শোভা পায়॥ একেত সুবর্ণ পুরী তাহে স্বত্ত বর্ণোপরি, সুবর্ণ বিবর্ণ দর্পণে। বর্ণ যদি হয় শেষ, তবে বর্ণ সবিশেষ, বর্ণেতে বর্ণনা বর্ণ হবে॥ হর্ম্ম্য পাশে রম্য নীড়া, কুসুম কানন শোভা, পবন বিলায় মকরন্দে। বৃক্ষের অনাবৃত, পুষ্পের মধুব্রত, ভৃঙ্গে রস সরস আনন্দে॥ প্রত্যেকে প্রফুল্ল মনে, লতাঙ্গ পতঙ্গ কুঞ্জে লতাঙ্গ শোভিতা শীর্ণ শাখা। যেন মাতঙ্গ আতঙ্কে, মাতঙ্গী আতঙ্কী অঙ্কে, তার হয় নিজ ভর রাখা॥ সজ্জিত তরু সকল, অলি ভরে টলমল, দলমল পত্রাদি কলিকা। মন্দ কিবা তায়, গন্ধবাহ শোভা পায়, স্বাদে হয় সুরভিত নাসিকা। দীর্ঘ বৃক্ষের উপরে, পক্ষ ভরে নক্ষ করে, নক্ষ২ পক্ষ মনোহর। পরস্পর করি প্রীতি, আনন্দে গাইছে গীত,

সুললিত সুধাসম স্বর ॥ [illegible] যথা স্থল, কিবা সুনি-
র্মল জল, চতুষ্পার্শ্ব দুর্ব্বাতে বিকীর্ণ । শৈবাল [illegible]
[illegible], কুমুদিনী তদন্তরে, তাহে নানা কমল বিকীর্ণ ॥
[illegible] ভাব দিবাকরে, দিবাকর মনে করে, বিকসিত হয়
সরোবরে । ভানু মন অনুক্ষণ করিতেছে নিরীক্ষণ, সদা
[illegible] সূর্য্য কমলিনী [illegible]
[illegible] যেহেতু [illegible] ॥ [illegible]
[illegible] তাই [illegible] জলে [illegible] ॥
[illegible] হইলে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] করে [illegible]
[illegible] অক্লেশে ।
[illegible]
[illegible] চারি পাশে [illegible]
[illegible]
[illegible] বিস্মিত ॥ [illegible]
[illegible] নাহি করে, মানস [illegible]

ভাবি। ত্রিভুবনীর নিরীক্ষণে, [illegible] হইলে, দুঃখ [illegible] ঘোর [illegible] বারি॥ রূপবতী দাসী [illegible] [illegible] [illegible] করে, নিদ্রা কেলি শেষে, [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]. সরলার [illegible] প্রাণ, [illegible] [illegible], [illegible] ॥ একেত বিরহাবধি, নাহি এবে গুণনিধি, [illegible] [illegible] বিরহিনী। আছে সেই সরোবরে, শত দিকে [illegible] [illegible], [illegible] উন্মাদিনী॥ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], থাকিতে থাকেন [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]। এই রূপ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আনন্দে বিরাজে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]॥ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. কে থাকিতে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] মনোহর॥ [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible], প্রবেশিল নীরে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রূপবতী, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] আসি, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥ [illegible] আসে সরোবরে, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] নিতম্ব [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]

স্বর্ণের কমল, রুনু ঝুনু তাহে কত, [illegible] নূপুর যুগল
জড়ান পায়, শুভ্র রত্ন ছবি [illegible] আলিঙ্গন দিতে। মস্তকের
[illegible], দক্ষ [illegible] নাহি [illegible] ফিরাইতে।
বক্ষে জঙ্ঘা পদ্ম কত, সুশোভিত শত, মুখ পদ্মে তুলনা
[illegible] খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, কাঞ্চন [illegible] দেখি [illegible]
কি নির্ম্মল [illegible] দেখেন
[illegible] নাসিকা শোভিত। [illegible] চিকুরে
[illegible] রঞ্জিত।
সিন্দূরের বিন্দু ভালে, যেন বিন্দু [illegible] অরুণের
প্রতিবিম্ব [illegible] কর্ণমূলে শোভে [illegible] কাঁচা
দাড়িম্বের, [illegible]
ইহারে, তাহারে কে গণ্য করে, কণ্ঠ [illegible]
দেখি। কটি যেন [illegible]
[illegible] আঁখি। মনে করি করিকুম্ভ, [illegible] কুচকুম্ভ,
[illegible] ভয়ে শোভা করে। ভয়ে বিদরে দাড়িম্ব, বক্ষে
[illegible] কমল, [illegible] কলিকা [illegible]। [illegible] কি কোমল
[illegible] কদলি তরু [illegible]
[illegible] অনুমানি [illegible]
[illegible] অনঙ্গ, এ অঙ্গে [illegible]
[illegible] করিবারে। ত্রিবলী সোপান মার্গে, [illegible]
[illegible] বসিয়া চিন্তা করে [illegible] এই রূপ [illegible]
[illegible] উন্মত্ত মন্মথ পঞ্চশরে। মূর্চ্ছাগত হয়ে
[illegible] বাতেন কদলি যথা, পপাত হইল ধরাতলে।
রূপবতী হেরি তারে, ভাবেন নিজ অন্তরে, এই মানুষ অতি
[illegible] সেই জন্য পরনারী, ইচ্ছা করে লইতে হরি.
নাহি প্রীতি স্বদারার প্রতি। পণ্ডিত জনের বাক্য,
স্বদারা সহিত সখ্য, থাকুক বা না থাকুক তাঁহার [illegible]

[illegible] যে বঙ্কিমে [illegible], [illegible]
[illegible]

[illegible] । [illegible] তাতে [illegible] সেই [illegible] নীচে [illegible] কর [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] করিয়া [illegible] আসিবে । [illegible]

অনন্তর [illegible] [illegible] হইলেন । [illegible]

সৌরভে মুগ্ধ শূন্য অন্তরীক্ষ কর্পূর সুন্দর কলে পরম হইয়াছে। এবং ধর্মের চক্ষুর ঘন২ অশ্রুজলে প্রবাহে অভিভূত হইয়া প্রজার নীরধারা ছলে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে। এ অভিমানে বেগবতী হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করত অন্তর হইতেছে।

অনন্তর পুরাতে সমস্ত রমণী মৃগাক্ষ নয়না তিনি জিনি সৌদামিনী কামিনী যামিনী গজেন্দ্রগামিনী অতি সোহাগিনী রঙ্গিনী ভঙ্গিনী সঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে নানা প্রসঙ্গে কালক্ষেপে থাকিলেন।

সাধু সুতের চেতন।

পয়ার। কেশাবলম্বে কতক্ষণ পাইয়া চেতন। বলে হায় কোথা গেল কামিনী রতন॥ অন্তরের নেত্র মম [illegible] কি দর্শন করে। নয়নে দেখিলে যারে তারে হয় কষ্ট॥ কোথা তারে কাছে করে কে পুরাবে আশ। কেন বুঝি এই পাপ দংশ নাহি ভাল॥ ভুজঙ্গ কলেবর হয়েছে পাণ্ডুর। আহা মোর স্বর্ণ বপু একি বিপরীত॥ এতক্ষণ কতক্ষণ করিয়া চিন্তন। আশালতা অন্তরেতে করে স্থিরতে গমন॥ পরে বসে পরের ভাবিয়া তখন। জ্যোতিষবেত্তার বেশ করিল ধারণ॥ টিকী রাখি অঙ্গ পুথী কক্ষ দেশে। সঙ্গে কি ছটা ফোটার ঘটা শোভিছে উপরে॥ পঞ্জিকা পরিধান মহাবেগে যান। নিজ নাম পরিচয় রাজ নাম খান॥ রাজবাটী নিকটস্থ যে সব বসতি। তথা মধ্যে প্রবেশিল হয়ে হৃষ্টমতি॥ বলে কোথা খুড়ী মামী জেঠী ঠাকুরাণী। ছেলে পিলে কেমনাছে বল দেখি শুনি। তোমাদের ভাল চিন্তা সদা সর্বক্ষণ। অন্যাদের কর্ম কার্য্য কিরূপ লক্ষণ॥ আন দেখি কুষ্টি পত্র হস্তাক্ষর গণি। শুভাদির যোগাযোগ সার মানি

জানি ॥ রাজা পাত্র মিত্র বান্ধব [illegible] ॥ [illegible]
[illegible] জ্যোতিবেত্তে স্থির ॥ এইরূপ [illegible] আত্মার
[illegible] করিয়া ক্রমে [illegible]
[illegible] করে ছিলেন [illegible]
[illegible] আশীর্বাদ [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] এই রূপ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সঙ্গে সহিত আকৃষ্ট পুরুষের মতন [illegible]
[illegible] হইবার [illegible]
[illegible] মনুষ্য রাজ্যে [illegible]
[illegible]

উজ্জ্বল হইলেন। তখন জটা জুট লম্ব ভস্ম [illegible] খণ্ড [illegible] কর্ণ কুণ্ডলিত বাঘাম্বরে সম্বরণ দিগম্বর বিভূতি সমা[illegible] [illegible] শূল হস্তে কালদণ্ডে দণ্ডায়মান কাশী প্রবেশি[illegible] সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর স্বীয় নন্দন [illegible]কে সম্মুখে অবলোকন করিয়া সস্নেহে বাক্য [illegible] সম্ভাষণ করিলেন। হে পুত্র তুমি আমার [illegible] কার্য্য সুসিদ্ধ করিলে এজন্য আমি তোমার সিদ্ধি দাতা নাম দিলাম, আর আমি কৈলাশ পর্ব্বত অপেক্ষা [illegible] কাশী [illegible] অধিবাসী [illegible] হই। [illegible] তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] গণেশের [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] মহা[illegible] [illegible] [illegible] হইল রাজা [illegible] [illegible] রাজা [illegible] অনুচরে [illegible] আনিয়া [illegible] রাজা

উঠিয়া বসিল গিয়া ॥ সুবুদ্ধি নামেতে মন্ত্রী আর বন্ধুগণ । আহারান্তে [illegible] বসিল তখন ॥ রাজ আজ্ঞা [illegible] [illegible] ॥ [illegible] সংকট [illegible] ॥ [illegible] কি করি [illegible]

[illegible]

নাট্রিবর [illegible] কর অঙ্গীকার। কার্য্য সিদ্ধি হলে [illegible] পাবে পুরস্কার॥ অদ্য রাত্রে এসে যদি আমারে না বলাও আমায় বল দিবে কি এখন॥ এই বাক্য [illegible] চমৎকার। আচার্য্যেরে ডেকে কন কর্ণধার॥ [illegible] বলে অদ্য হবে [illegible] আশা। অবশ্য ভূপতি [illegible] পূরাবেন আশা॥ আচার্য্য বলেন আমি দেখিলাম [illegible]। প্রকার আমারা অদ্য জানিবে ত্বরায়॥ কিন্তু [illegible] পারে কভু নহে বৃথা। জ্যোতিষের বাক্য এই [illegible] অন্যথা॥ এখন কুমার [illegible] [illegible] যেন পাইল রাজ্য॥ [illegible]

[illegible]

[illegible] যে সুধা দিয়াছে মন্ত্রী [illegible] [illegible] দয়া করে দেব মহাশয়॥ এইরূপ [illegible]। আচার্য্যে বিদায় করে দিয়া বড়- [illegible] আনন্দ সাগরে রাজা হইয়া মগন। বসেন সভার

[illegible] বন্ধ [illegible]॥ বন্ধ কার্য্যে নিয়োগী হইল [illegible] [illegible] [illegible] অন্তঃপুরে [illegible]

[illegible] সতী। লজ্জা যদি লজ্জা দিবে মদনের প্রতি [illegible] করে লজ্জা ভূতনাথ জয়। ভূতনাথ ভার্য্যা [illegible] হিমালয় ॥

রূপবতীর লজ্জা।

[illegible] সহচরী, কটাক্ষ [illegible] বেণী বিনায়, [illegible] সিন্দুর ॥ আবার [illegible] হাসি [illegible] লাগে, [illegible] [illegible] [illegible] ॥ [illegible]

[illegible] কি [illegible] আমি [illegible] থাক [illegible] ফিরে [illegible] [illegible] আর [illegible] ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হর, ওই যেগো গঙ্গাধর, নয়নেও কি হেরনা। কেন এত ক্রোধে ভর, লও চন্দন মনোহর, মুখে বলি হর২, স্বয়ম্ভু সেবা করনা॥ যদি বল গঙ্গাধর, গঙ্গা ধরেন শিরোপর, এযে দেখি ভাবান্তর, গঙ্গা কইতো বলনা। তবে শুনলো উত্তর, তিনি যেমন গঙ্গাধর, এতো যমক পয়োধর, ভাবান্তর তো হলোনা॥ পুনঃ যদি কহ বাণি, শশি ভূষা শূলপাণি, শিরে জটা অঙ্গে ফণী, কই সেসব তুলনা। বলি শুন দিগম্বর, মুখচন্দ্র শশধর, শশি ভূষা নিরন্তর, ভিন্ন কিসে বলনা॥ কুন্তলে চিকন তায়, জটা ঝুম্পা শোভা পায়, বেণীর ফণা তায়, কাঁপিতেছে লো ললনা। নিরখ বিরহ শূলে বিঁধিতে নারে মুখে, শূলপাণি বক্ষস্থলে, হের২ লো ললনা॥

সর্ব্বাণীর মুখে গৌরাঙ্গী চন্দনার লজ্জা।

গদ্য এই বাক্য শ্রবণ মাত্রে দুই সখী লজ্জাতে চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান অধোমুখে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক বিচারণা করিতে২ বহির্দ্ধারে কদম্ব বৃক্ষকে কাটিয়া হয় বিনষ্ট অক্ষম পুরুষের সম্মুখে স্থির নেত্রে কিঞ্চিৎ কালাবধি মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে এই বর্ষি-য়সী যে বাক্য কহিলেন তাহাই বাস্তবিক বটে। কিন্তু যেমন এই বর্ষীয়সী অগ্রে ক্রোধ ভরে আমাদিগের প্রতি প্রশ্ন প্রশ্রয় পূর্ব্বক আমাদিগের কুবাক্যে ভর্ৎসনা করিয়া স্বীয় চাতুর্য্যের প্রাদুর্ভাব প্রকাশ করত স্বীয় অঙ্গের সর্ব্ব অতি প্রকার রূপে ভাবান্তরে প্রত্যয়মানা করাই-লেন। তদ্রূপ তদুপযুক্ত প্রত্যুত্তর না করা যে কেবল আমাদের প্রতি লজ্জাস্পদ হইয়াছে; এইরূপ উভয়ে চিন্তাকরত চন্দনা দাসী গৌরাঙ্গীর প্রতি কহিল যে তগ্নী

ইহার প্রত্যুত্তর আমি স্থির করিয়াছি গৌরাঙ্গ কহিলেন তবে বিলম্বে কি কাজ বয়সিনীকে ডাকায় বল। [illegible] বর্ত্তিনীর বাক্যে প্রতিবাক্য পয়ার ছন্দে প্রদান করিতেছেন।

চন্দ্রাবলীর উক্তি।

পয়ার। যাহাদিগে [illegible] কিছু নিবারয়,
[illegible] হতে কঠোর হৃদয়॥ [illegible]
[illegible] সেই পরিচয়ে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সাজাতে সর্ব্বজন। [illegible]

[illegible]

[illegible]। [illegible]

রূপ পরি করি, মহারাজার অন্তঃপুর রক্ষক হইয়া নিয়ত-
গমন সময়ে বহু সজ্জার ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য [illegible] হইয়া
[illegible] বাটীতে প্রবেশ মাত্র [illegible] বিবিধ বাদ্যাদি করিয়া
[illegible] মধ্যে গমন [illegible] রসবতীর [illegible]
[illegible] পরিহাস্য [illegible] চিত্তে নেত্রের
[illegible] ও [illegible] আস্বাদন [illegible] করুন।
[illegible] পরিবারের [illegible] সেই সকলকে দিবস
[illegible] আনন্দিত হইলেন। [illegible] রসবতী রস-
[illegible] আগমন [illegible] আশাপথ চিন্তায়
[illegible]
[illegible] প্রাণ প্রাণেশ্বরী
[illegible]
[illegible]
[illegible] কিরূপ করিতেছেন।

[illegible]

[illegible]

দিয়ে, যদি ও তুমি জানা জন। কিন্তু [illegible]
আবার [illegible] স্বামী [illegible]
কি না [illegible] পাড়িলাম [illegible]

[illegible]

মা মুখ [illegible] দেখেছে, তথা আর কিছু [illegible]

বসতী, সম্ভাষিতা সীতা সতী, তাহে আবার দুষ্ট দশা-
নন ॥ একে পদ্ম অলি বিনে, জীবন বাঁধে জীবনে, তাহে
সয় বাড়ি হরি লয় । একে শশি মেঘ জালে, মৃগাঙ্ক কল-
ঙ্কে জালে, তাহে আবার রাহু পীড়া ভয় ॥ একেত অন্ধ
রমণী, যষ্টি শূন্য একাকিনী, তাহে আবার পড়েছে
গহ্বর । একেত প্লাবিত জল, দৃষ্টি নাহি হয় স্থল, তাহে
আর কালা মেঘে ভয় ॥ একে চিরস্থায়ি রোগ, শরীরে
হতেছে ভোগ, তাহে হয় নাড়িক্ষ প্রভব । একেত দুগ্ধ বি-
হীন, [illegible] মনে তাহে পুন [illegible] মানব ॥
একে অঙ্গ শিহরয়, তাকে নিশি তমময়, তাহে যেন ফণী
[illegible] হতেছি সন্ধ্যা, [illegible] প্রাণ [illegible],
বলি কারে [illegible] ॥ কে আর কে [illegible]
[illegible] অপরাধ [illegible]
[illegible] যদি [illegible] মন [illegible]
[illegible] কি উপায়, [illegible]
[illegible] রক্ষা
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ [illegible], অদ্য [illegible] ক্ষুধা-
[illegible] অনুরূপ [illegible]
[illegible] নারী হয়
[illegible] নারী [illegible]
[illegible] উপহাস, [illegible]
[illegible] ॥ কেহ বলে কালামুখী, কি সুখে রহি-
[illegible] কেহ বলে চঞ্চলা চপলা । কেহ বলে বাহির,

কি বাসনাকি সুখে ছাই, কোন সুখে কাল কাটি দিন।। মাতা পিতা ভ্রাতা আদি, সকলে হয় বিবাদী, কেহ সুখ না দেখেন কিছে। শ্বশ্রুপ্রভৃতি শ্বশুর কুল, কেহ নহে অনুকূল, কেহ এসে জ্বালা দেন ঘরে।। স্বামীপ্রেমে অনুরাগ, তাহে নাহি থাকে প্রীতি, সম্প্রতি গুরুর কোপানল। গুরু ক্রোধ সেই অনল, দগ্ধ হয় সর্বস্থল, পাপাত্মতে না হয় শান্তি।। ব্রাহ্মণের অগ্নি গুরু, ব্রাহ্মণবর্ণের গুরু, অতিথি সবার গুরু হন। সেই রূপ নারীগণে, প্রাণকান্তে গুরু জানে, শ্রীচরণে সমর্পণ মন। সেই সতী কুলবতী, কুল মধ্যে নাহি মতি, পতি বিনা কি গতি আছে।। অপার জলনিধি, পার হবে গুণনিধি, অনুসারে করুণা বিস্তার।। এই রূপ করি মনে, পতিদেব যোগাসনে, কেন কাতর আমি একা সদা। এ সব বাক্য এত কষ্ট, সব ব্যক্ত করিতে, হয়ে কেন আছ বল দেখি।। দেখ দুঃখ কেরি ভব. ভালেত হয়েছে সব বলিতে অধুনা দেখিয়ে। অন্তরে না, সরে বাণী, অশ্রুধারা বহে সদা, এ দশায় কি হ্যাদার থাকে শম। কি জানে অবিদ্ধ কায়, মানস হতে কাজ, অতএব কি বলে উদয়। নানা রূপে প্রকাশিত, কোন বাসনাদি ভাবেত, সহচরী সখা সহ। বাসী বাক্যে রাজ সুতা, কহিলেন মিষ্টি কথা, বলেন এই অনুচয়।। মিথ্যা নাহি কোন, প্রকাশ করি কেমনে, আমি এবে জানা উচিত হয়। পতিব্রতার এবং, সন্তোষে প্রকাশ সদা, সঙ্গ হৈতে সঙ্গ জানা যায়। পাপ বিষ্ণু কণ্টকেতে, কণ্টকে বাহির করে, তদ্রূপে পুরুষ চিত্ত পায়।। অনলে নাশে অনল, তপ্ত জলেতে জল, জল চিকিৎসারে পারে বলে। পাপেতে যেমতে পাপ, সেই

রূপ তাহে ভাল, কালে কাল হয় কালে২ ॥ এক সত্যকে, জল, অবস্থিত এবে রস, ছলেতে ছলনা সৃষ্টি করে। এই ছলনার জল, ছলগ্রাহী যদি হন, উচিত এবে আমা ছল করে ॥ এই ভাবে ছল বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, গুণবতী দাসী প্রতি কয়। বলে ওলো প্রাণ সখী, অতঃপর বলিতে বাধা কি, শুনহ বলি সমুদয় ॥ উদ্দেশে বিদায় হয়ে, বাসরে প্রবেশ করি, প্রাণনাথ ধরি মম হাত। বসাইয়া উরু পরে, বলিলেন ধীরে২, শঙ্কা না করে সাক্ষাৎ ॥ করে তার পরিচয় আসিয়াছে এই পথ, ধর্মে২ মর্ম যেন থাকে। তাঁর এই বাক্য যাত্রা করিলেন প্রাণ, অন্তঃপুরে ফেলিয়া বিপাকে ॥ পঞ্চবর্ষ পারে পাছে, আসিবার [illegible] এসেছে, বুঝি তাঁর [illegible] সেই জন [illegible], উপরিক্ত [illegible], হইয়াছি হারাবে বিবাদ ॥ [illegible] জিজ্ঞাসা করি, আইস লইয়া [illegible] আদেশ, স্বরূপ বলুক পাছে, করে [illegible] ॥

[illegible] এখন ঐ রূপ সেই দাসীর প্রমুখাৎ [illegible] [illegible] সমাগম আগাহের [illegible] [illegible] পরস্পর এমন্থ [illegible] [illegible] নিশ্চিত [illegible] আকার পুরুষের পরিচিত [illegible] [illegible] অবধারিত করণ [illegible] জান [illegible] [illegible] [illegible] সর্বস্ব [illegible] [illegible] পুরাণ [illegible] সম্পত্তি প্রদান করি- [illegible], যে আমার [illegible] সর্বদা [illegible] [illegible] ঠাকুরজীর [illegible] যৌবনের কল্যাণেও [illegible] সৌভাগ্য ক্রমে পঞ্চ [illegible] পঞ্চগার্ধ

পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে অভিলাষি যে গোস্বামি ঠাকুর [illegible] প্রেমতীর্থে প্রবেশ পূর্ব্বক অমৃত মধ্যে [illegible] [illegible] রতি হুকের যে অনুষ্ঠান সেই মুহূর্ত্তে [illegible] হইয়া চরিতার্থ হই; অনন্তর এই সম্যক্ বাক্য [illegible] সুখে [illegible] পরিবারে প্রেমানন্দে [illegible] গমন করিলেন, [illegible] [illegible] বাক্যালি [illegible] [illegible] তীর্থে আসিয়াছে, [illegible] [illegible]

[illegible]

স্বপাত্রে মিত্র প্রসিদ্ধ ও উপযুক্ত। এই রূপ চিন্তায় মন্ত্রী ত্রের পদোপায়ে মনোভিনিবেশ করত ভাবিলেন যে, এ পাপি দুষ্ট বলাৎকার করিয়া আমার সতীত্ব ধর্ম্মের মর্ম্মচ্ছেদ করে তখন কি উপায়ে নিস্তার পাইব। এবম্ভূত চিন্তান্বিতা হইয়া ভাবিলেন। যে ব্রজবালা তাঁহার ব্যতীত আপাততঃ মঙ্গল দাতা দুষ্কর। এই রূপ নানা বিধ উদ্বেগে মগ্ন হইয়া প্রাণ পণে প্রাণনাথের ধ্যানা রম্ভ করিতে থাকিলেন, অত্র ছদ্ম বেশি সাধু পুত্র সহচারী গণ সহকারে রসবতীর মন্দিরে সন্নিকর্ষ অর্থাৎ প্রবেশ করিলেন, পরন্তু রসবতী তৎক্ষণাৎ চন্দ্রানন উত্তোলন করত বিপক্ষে কটাক্ষ দর্শনে দক্ষ কম্পিত ও সশঙ্কে ক- টাক্ষাদের কণ্টকাবৃত হওত কুলকণ্টকে নিষ্কণ্টকার্থে উৎ কণ্ঠিত হইয়া মনুগীরে মৌনাবলম্বনে প্রাণনাথের ধ্যানে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইলেন। নৃপ তনয়াও বহুক্ষণ বিস্ময়া পন্না পক্ষিণী সদৃশ মানসেই অন্তরবধারণ করিলেন যে [illegible] কামতা মদনের বিবাহাবধি [illegible] পতির সহি ত [illegible] দর্শন পথের পথিক নাহওয়াতে রাজকুমারীর [illegible] অভিমানানুরাগাদি রূপের ফুল [illegible] শাখাতে নব নব মুকুলোদ্ভেদ হইয়াছে, তজ্জন্য [illegible] মৌন বারি প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এই রূপ চিন্তান্বিতা দাসী গণে মৌন ব্রতে রহিলেন। অপিচ ছদ্ম বেশী সাধু সুত রসবতীর মনস্কা [illegible] উন্মাদ প্রায় উদ্দেশ রহিত হইয়া ইতোনা প্রসক্ত কি উক্তি করিয়াছেন? তাহা ক্রমশঃ গ্রন্থ নিম্নে নিবদ্ধ হইল।

[illegible]

[illegible]

হেরি [illegible], বিনে মুখ শশির উদয়ে। করি [illegible] লজ্জাঘাত, তিমিরে কর নিপাত, বিদ্যুৎ আলো [illegible] অভ্যাশয়ে॥ যদি থাকে অভিমান, চন্দ্রবেতে ধরি [illegible] [illegible] কর্ষকে বিরাজে। তোমা বিনে [illegible] জনে, না [illegible] [illegible] নেত্র কোনে, নেত্র কোনে বাক্যের [illegible] [illegible] মদন [illegible], নিকটে না হয় বাম, [illegible] [illegible] প্রাণ পাইয়া [illegible], [illegible] [illegible] কর [illegible]॥ তারকা [illegible], [illegible] নারি, [illegible] [illegible] হৃদয়। [illegible] [illegible], [illegible] প্রাণ [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], কুন্দ [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিসর্জ্জন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হঠাৎ [illegible] [illegible] [illegible] বতী, [illegible] [illegible] [illegible] যে দিবস [illegible], সেই দিন [illegible] অর্থাৎ। চতুর্থী কি একাদশী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] অবিরাম। [illegible]
[illegible] দূরে থাক অন্য অভিলাষ। [illegible]
[illegible] এই হেতু পায়ে [illegible]
[illegible] অভিমান, [illegible] অনুমান, [illegible]
[illegible] কোথা আজ [illegible]
[illegible] করিল [illegible]
[illegible]

চক্ষে, পশ্চাত্ পাইব বিনোদিনী। যে খেদ রহিল মনে, কে জানিবে মর্ম্ম জানে, হলে প্রিয়ে পতি সঙ্গহীনী। এই বল শাস্ত্র সূত্র, প্রকাশে ছলের সূত্র, শুনি সভা যোড় করে কয়। দারা পরিগ্রহ হলে, আর গৃহ নাহি চলে, তাই যে দেশাচার মহাশয়॥ বিজ্ঞাদির এই বাণী, শুনে কহে গুণমণি, সহসা করিলে কোন কর্ম্ম। সম্মুখের পার সত্ত্ব পরম আপদ প্রাপ্ত; এই সর্ব্বথা সহসার ধর্ম্ম। অতএব সহসায়, সর্ব্ব কর্ম্ম ভগ্নপায়, করহ ধৈর্য্যাবলম্বন। কে আর কহিব বিধি, তুমিতো বিদ্যার নিধি, সবিদ্যার [illegible]॥ তব তুল্য গুণ বান, কোথায় কে আছে [illegible], সদা প্রবিধুবদন। কি আর বলিব আমি, [illegible] তুলনা তুমি, গঙ্গাজীরে গঙ্গারি অর্পন॥ দেখ কবি কালিদাস, বেশ্যা হস্তে প্রাণ নাশ, হয়ে ছিল [illegible] উপক্রমে। সে জন্য তব তুলনা, সে যে হলনার [illegible]॥ পণ্ডিতের যে লক্ষণ, সুলক্ষণ বিলক্ষণ, [illegible] প্রকাশে। তুমি অতি স্থির ধীর, তব তুল্য নহে নীর, কিন্তু মেঘে অস্থির বাতাসে॥ অমি নীরে চন্দ্র [illegible], যেন যদি চন্দ্রমুখ, তবে পাই তব তুল্য তয়। তব গুণ একমুখে, এ পাপিনী কোন মুখে বর্ণনা করিতে [illegible] কয়॥ কে পারে বলিতে আর, তোমার গুণের সার, [illegible] মধ্যে গণনীয়। কত শত নারীগণে, হব [illegible] পতি দানে, অনাবৃত তব ইচ্ছানুগ॥ সেযেকে [illegible] তুমি সার রূপপতি, সেভাল পুজেছে [illegible] পাস্ত [illegible] আমি, অগ্রে হয়েছ স্বামী তাই [illegible] আমি ভাগ্যবতী। বিবাহ অবধি সবে [illegible] দেখা, নাথ হে অদ্য কি সুপ্রভাত। পরে

জন্মার্জিত কত, ছিল পুণ্য শত শত, সেই/ জন্যে মিলন দেবাত ॥ এবে অভাবের ভার, বামনের চন্দ্র পাত্র, পাতকের দুর্ঘট ঘটন। কি সদয় সদানন্দ, অঙ্গে না ধরে আনন্দ, নিরানন্দ গেল প্রাণ মন ॥ আহ্লাদ রাখিবার স্থান, আর না থাকিত প্রাণ, কেন হে বিধি দিলে বাধা। নাহি হৈত খুত যদি, তাহা প্রতি প্রতি বাদী, তবে হৈত সোণায় সোহাগা ॥ শুনি সাধু এই বাক্য, আর নাহি স্ফোরে বাক্য, স্তব্ধ হয়ে ভাবে মনেং। এমকে [illegible] নারী, কথায় ভুলাতে নারি, স্বীয় বাসী সাধির [illegible]মনে ॥ বচনে হিরের ধার, ক্ষুরে যেন কীরধার, [illegible] লাগিতে ধায় তাই। কে সদে এ খর ধারে, [illegible] [illegible], কি পারেতে এর ধার সই ॥ কিন্তু এই [illegible] বল, রমণী অতি সরল, ছলেতে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] সবে অনুশীলন, পাইলে রসিক জন, [illegible] [illegible] [illegible] তোষে ॥ অতএব কোন মতে, পারি নাহি [illegible], [illegible] পূরিতে অভিলাষ। নহে পরিশ্রম [illegible], [illegible] হৈল সার, আশার হইল উর্দ্ধশ্বাস ॥ [illegible] [illegible] [illegible] স্বকার্য সিদ্ধ, দেখি [illegible] কিছু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মন্ত্র করিলে [illegible] [illegible] [illegible] কে [illegible] ভরি ॥

[illegible] ॥ সাধু বলে শুনমুখী শুনাই তোমারে [illegible] [illegible] [illegible] রতী মনে করে ॥ নিরাশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আশে প্রাণ রাখে [illegible] [illegible] [illegible] তাহা প্রতি যে [illegible]। [illegible] তাহে [illegible] রূপবতী ॥ অন্তরে অন্তর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ভাব হাবভাব কোথা শিখেছ রূপসী। সাধু

সতী রমণীর গতি মতি পতি ॥ পতি বাক্য লঙ্ঘন কি তাহার শকতি । পতি প্রাণ হিতৈষী সতী পতি পরায়ণী ॥ পতি সুখে সুখী পতি দুঃখেতে দুঃখিনী ॥ পতি ইচ্ছায় ইচ্ছাবতী পতি আশে আশা । পতি বিনে সতীর বা কি আছে ভরসা ॥ অতএব বিনোদিনী বুঝেছি এখন । আছে বুঝি কেহ তব মনোমত ধন ॥ তাঁরে বুঝি সঁপি আছ মনপ্রাণ মন । নহে কেন আমা প্রতি এত বিড়ম্বন ॥ ছিছি প্রাণ কার প্রাণ কারে দান দিলে । যে তোমার অনুগত তার কি করিলে ॥ এই কথা শুনে মার রসবতী কয় । স্বামী অনুগতা আমি কেন মহাশয় ॥ নানা রঙ্গ জান তাই কর নানা ছলা । অবলা সরলা আমি তাতে কুলবালা ॥ শঠতা বুঝিতে নারি অল্প বুদ্ধি নারী । পতি ভিন্ন অন্য জনে নেত্রে নাহি হেরি ॥ পতি মম মান জ্ঞান পতি কুলমান । পতি পাদ পদ্মে আমি সঁপিয়াছি প্রাণ ॥ পতি পরায়ণী হই পতিব্রতে মতি । তাই লোকে বলে মোরে পতিব্রতা সতী ॥ এই বাক্য শুনি সাধু পুনরপি কয় । বলে কুলটার ভাব বোঝা ভার হয় ॥ পতি হন্ত্রী কান্তা তুমি পতিব্রতা কিসে । মুখেতে অমৃত ভরা, কাজে পূর্ণ বিষে ॥ মনোমত জনে মন করেছ অর্পণ । কুজন কুসঙ্গ জনে কিবা প্রয়োজন ॥

রসবতীর মীমাংসা ।

গদ্য ॥ সাধু সুতের প্রতারণা প্রস্তাব শ্রবণান্তে ভূপাল তনয়া ভাবিতেছেন যে এই ছলগ্রাহীর কপট ছল চাতুরি সমূল নাশ করিয়া বিনাশ না করাতে উহার কল কৌশলে আমার কুশল মত সকল বিফল হইতেছে । যেহেতুক আমি বিশেষ রূপে এই প্রতারকের প্রতারণা অবগ-

হইলাম কিন্তু এই বঞ্চক ইহাই জানেন যে আমি রাজবালাকে অবলা পাইয়া ছলে বলে কলে কৌশলে উত্তম চাতুরী করিতেছি এবং যেমন তস্করেরা স্বশরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া গোপনে কর্দ্দমে আচ্ছাদন পূর্ব্বক কোন বিবরে অর্থাৎ গর্ত্তে মস্তক প্রবেশ করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে। তদ্রূপ এই সাধু পুত্র। অতএব ইহার চাতুরী বিনাশ করাই আমার উচিত॥

রূপবতীর উত্তর।

ত্রিপদী॥ কহে সতী রূপবতী, শুনহে দেবী পতি, সতুক্তের বাধ্য বট তুমি। অকার্য্য করিতে সিদ্ধ, কর ছন্দ প্রসিদ্ধ, নারী বুদ্ধে কি বুঝব আমি॥ বাড়য়ার বর ভীতে, নারীর এনেছে মুক্তি, পতি আজ্ঞা করে অবিরতে। এনেছে মারিয়া মর্ম, এই কি পতির ধর্ম, ক্ষত্র ধর্ম লঙ্ঘনার বিধাতা॥ সেই করে তীর্থ ধর্ম, তার কিছু এই মর্ম, আমাকে মর্মভেদী হয়। বুঝেছি তোমার ধর্ম, মাতাজোতের রথ মর্ম, বুঝি তোকে বধো জন্মী কয়॥ পুনঃ শুন এর ভাই, আমার প্রতি প্রীতি নাই, আছে তব মনোমত জন। তাহা কভু মিথ্যা নয়, সত্য বটে মহাশয়, অকালে কি আছে প্রয়োজন॥

রূপবতীর বাক্যে সাধু পুত্রের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইয়া॥

গদ্য॥ তত্ত্ব বেশ্যা এই কতিপয় প্রশ্নের সদর্থ প্রাপ্ত মাত্রেই আত্যন্তিক চাঞ্চল্য মনা হইয়া ভাবিলেন যে রূপবতী যদ্রূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছে ইহাতে অনেক সন্দিগ্ধই উপস্থিত হইল বুঝি হিতে বিপরীতই ঘটিল। কি জানি বুঝি আমার শঠতা রত্ন রূপবতীর শঠতা বৃদ্ধি

প্রশ্নের পরীক্ষা দ্বারা সম্যক্ শঠতা রসবতীর গোচর হইয়াছে নচেৎ আমা প্রতি রসবতী এতাদৃশ প্রত্যুত্তর প্রদান করিত না যাহউক ইহা বিশেষ রূপে আমার জানা আবশ্যক এবম্বিধ ভাবনা প্রযুক্ত সাধুসুত ভূপাল বালার প্রতি পুনঃ কহিতেছে।।

উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর।।

সাধু পুত্রের প্রশ্ন ও রসবতীর উত্তর।

প্র। মনঃগত প্রিয় কেবা হে তব।
উ। দেখনা ভাবিয়ে আমি কি কব।।
প্র। আপনি জানিলে কে কহে কারে।
উ। জেনে না জানিলে কে পারে তারে।।
প্র। আমি কি তোমারে চাতুরী করি।
উ। কেমনে জানিব অবলা নারী।।
প্র। অনুভাবে ভাব বুঝে দেখনা।
উ। জ্যোতিষ শাস্ত্র আমি জানি না।।
প্র। আমি কি জানি জ্যোতিষচয়।
উ। তারা হেলেহতো গমন হয়।।
প্র। জ্যোতিষ বাদে কি হয় না আশা।
উ। পতি বীনে আর কার ভরসা।।
প্র। আমি কি তোমার স্বপতি নয়।
উ। নয় রজস্বলা ক্ষরে কি হয়।।
প্র। ঋতু হৈলে পরে পতি কি পর।
উ। স্বগো গেছে জানা সে তদন্তর।।
প্র। কেমনে জানিলে চাই জানিতে।
উ। তীর্থ যাত্রা কথা প্রশ্ন করাতে।।
প্র। সে কেবল ভবে ছলনা স্তব।

উ। জানা ছিলে ছল কিসে জানিব ॥
প্র। তবে কেন আগে দিলে আশা।
উ। কি আশায় আশে ছিল বিশ্বাস ॥
প্র। দাসী ভাবে তুমি কহিলে কথা।
উ। মধ্যে তার বন্ধন গাঁথা ॥
প্র। তবে ত বঞ্চনা জানে রূপসী।
উ। সে দোষে আমারে না কর দোষী ॥
প্র। যাহোক তুমিতো চতুরা বট।
উ। তুমি কি চাতুরী জাননা শঠ ॥
প্র। জানিলে কি তব থাকিত কুল।
উ। কুলটা বিনে কে কে ছাড়ে কুল ॥
প্র। অলঙ্কারে যদি করি শৃঙ্গার।
উ। নৃপতি পারেন না তুমি কি ছার ॥
প্র। মনঃ বারণ না মানে বারণ।
উ। পুরুষত্ব কিবা বলে হরণ ॥
প্র। তোমা হলে কিসে পাইব রস।
উ। নীরস রস বিনে হয় কি রস ॥
হলে এখন ধর্ম্ম আদেশ।
উ। এক হাতে কভু কি তালি বাজে ॥
প্র। দুই হাতে নহে বাজাও ধনী।
উ। কেবা কিকরে সে গুণমণি ॥
প্র। কেহ কি পারে না বিনে সেজন।
উ। সতীত্ব ধর্ম্মের ধর্ম্ম যেমন ॥
প্র। সতীত্ব বলো কি দাগ্য নাহি।
উ। পাপ জেনে তাহা চাহে ভাই ॥
প্র। আমিত সুপাত্র রয়েছি ধনী।

উ। কি চিহ্ন তাহার বলিছে শুনি॥
পু। দ্বারস্থ হয়েছি যাচিছি মানি।
উ। স্বকার্য্য সাধনে কে চাহে মান॥
পু। যে কথা কহিলে অন্যায্য নয়।
উ। অন্যায্য কথনে কি লজ্জোদয়॥
পু। যাহউক তুমিতো সামান্যা নয়
উ। তুমি কি সামান্য হে রসময়।
পু। কেন ধনী আর দিতেছ লাজ।
উ। দরিদ্রের লজ্জা কি রসরাজ॥
পু। আমি যে দরিদ্র জেনেছ প্রাণ।
উ। যাচঞার দ্বারা হয়েছে জ্ঞান॥
পু। কাতরে হইতে তবে বাধা কি।
উ। পতির অপেক্ষা করিয়ে থাকি॥
পু। তাঁর আজ্ঞা বিনে হবে না প্রাণ।
উ। পরধন পরে কে করে দান।
পু। পরধনে ধনী তুমি কি তিমি।
উ। তিনি ধনপতি আমি রক্ষিকা
পু। তবে কে পূরাবে মনোভিলাষ।
উ। জেনে কি জাননা দরিদ্রের আশ।
পু। বল দেখি তবে শুনি সুন্দরী
উ। শুনহ হে নিবেদন করি।

রসবতীর উক্তি।

শ্লোক॥ উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ
বালা বৈধব্য দগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব॥

অর্থ॥ দরিদ্রের মনো আশা পূর্ণ নাহি হয়। মনে

আশা মনে; মিলাইয়া রয়।। ক্ষুদ্র তার বাসিকার দৈন্য-[illegible] দশায়। আপনি উঠিয়া পুন আপনি মিলায়।

দুঃখের এই দশা দরিদ্রের রীতি।
কেমনে পুরাই আশা আমি [illegible]।

সাধু পুত্রের উক্তি।

ললিত রাগ ।। পতিতে, পাপ করে, প্রাণ দিলে, অত্র। নরকেতে, দেহ সেই, দাতা সেই, মাত্র।। দৈবাৎ প্রাপ্ত, রাখে প্রীতি, সুখ প্রাপ্ত, মায়া। সর্ব জীবে [illegible] তাতে, প্রকাশিবে দয়া।। সেই জন, গুণিগণ, তারে বলে, নানা। শুনহে, সুধনী, এই বাণী, দশা।। [illegible], কেন ভার, কহি তব, দেখি। জন্মান্তরে, মনে করে, [illegible]রে, থাকি।। কোথা দয়া, কোথা মায়া, [illegible]। আশা [illegible], এনে দেনে, মন [illegible], হয়।। [illegible] পাপ করি, এই [illegible], [illegible]। সর্ব [illegible], [illegible] হবে।। [illegible], কর্মভোগ, মর্মভেদি কথা।। [illegible], তাঁর, কাটি সাঁর, বাঁধা তাঁর, বৃথা।।

অপর জননীর ও সাধু জনের উত্তর প্রত্যুত্তর।

[illegible] পয়ার।। মন দিয়ে কি শুন [illegible] [illegible] হইল বিমুখ। জ্ঞান দীক্ষা কর দান [illegible] [illegible] বিচক্ষণ জন।। তব গুরু [illegible] [illegible] সাজাইয়াছ [illegible]। তুমি [illegible] [illegible]। ওকে কেন এমন উক্তি করে আমা প্রতি।। একি [illegible] অসম্ভব। মাতা প্রতি উপপতি হয় কি সম্ভব।। [illegible] অনোচিত। [illegible] তব আশা একি বিপরীত।। একি পুত্রের কর্ম। [illegible] সাধিতে ইচ্ছা [illegible] [illegible] শাস্ত্র দেখ বিবেচনায়। পর স্ত্রী করিতে [illegible]

সব জানি। পর ধনে লোষ্ট্রবৎ ॥ দেখিবে সব প্রাণি আপনার মত ॥ শুনং হে সুজনং। সেইতো পুরুষের এক জনে মনঃ। তবে সাধুর নন্দনং। বলে শুন সুমুখী করি নিবেদন ॥ যার আত্মা সর্ব প্রাণিং কেবা [illegible] আছে পর বল বিনোদিনী ॥ সেকি পরদার করেং পরদারা সবাই তার দেখি মনে করে ॥ কেন রাখ মনে খেদং। স্ত্রী মনে বিচারে [illegible] কে বলে নিষেধ ॥ নারী [illegible] অপরাধাং। অনুমতি হল যদি নিজ কার্য্য সাধি রসময়ী রস ভরেং। কৃপা কটাক্ষেতে ফের পাথিক [illegible] করে ॥ দেখ বিরহে পাড়িতং কেন আর কর প্রতিকূলে বিপরীত ॥ তব বিচার কেমনং। তখন থাকিতে কেন পথিক বদন ॥ ভাল পাইতেছি সাজাই। [illegible] থাকিতে যেন বারুর্দের [illegible] ॥ যেবা লইল আশ্রয়ং তারে নিরাশ্রয় করা উচিত না হয় ॥ দিব তাহার দে [illegible] রসকে ভক্ষক হল তার রক্ষে [illegible] ॥ কিসে পাইব নিস্তারং। রাজার দুহিতে [illegible] আর বিচার এই প্রত্যুত্তর শুনিং। বিনয় বচন [illegible] বিনোদিনী ॥ মন অবিচার নটে [illegible] অবিচার [illegible] দায় ঘটে ॥ হয়ে রাজার নন্দিনীং অবিচার [illegible] ব[illegible] [illegible] রাজ বিচার [illegible] দুষ্টের [illegible] নষ্ট শিষ্টের পালন ॥ দিবে [illegible] কি [illegible] তুষিবে আর করি [illegible] ॥ মন যে বিচারে কোথা [illegible] তা হলে কি হব হক্ষে থাকিত [illegible] ॥ সাধু এই বাক্য শুনেং। রসবতী প্রতি কহে [illegible] প্রীতি করি নিবেদনং। লঙ্কার বসতী ছিল [illegible] শ্রীরামের সীতা [illegible] এক রমণীর [illegible]

দিল ॥ এবং স্ববংশে বিনাশ২। আর কিছু বলি শুন প্রিয়া প্রকাশ ॥ এক রমণীর আশে২। দৈত্য কুল নাশ হইল অনায়াসে ॥ একটা দুগ্ধ কিবা ছার২। অপ্রস্তু হলে পদে সঁপিতাম তোমারে ॥ যার প্রীতিবেতে প্রীতি২; তার কি মরণে ভয় হয় রসবতী ॥ যদি মৃত্যু ভয় হতো২। তবে কি এ অনুগত সেতোয় আসিত ॥ পুনঃ শুন বনোদিনী২। কহি কিছু মহতের গুণের কাহিনি ॥ চন্দ্র গ্রাস করে গ্রাস২। তথাচ চণ্ডাল গৃহে জ্যোৎস্নার প্রকাশ ॥ বৃক্ষে যে ছেদন করে২। দেখহ তথাপি বৃক্ষ ছায়া দেয় তারে ॥ এই মহতের রীতি২। অতঃপর যাহা ইচ্ছা কর রসবতী ॥

রসবতীর উক্তি।

পয়ার ॥ সতী বলে বটে এই মহতের রীতি। আশ্রয় প্রদান করে মনাকারী প্রতি ॥ কিন্তু দেখ নীতি শাস্ত্রে রীতি চমৎকার। ভুজঙ্গ পোষিলে হয় আপন সংহার ॥ কাননে কণ্টক বৃক্ষ করিলে রোপিত। সর্ব্ববন হয় তার কণ্টকে বেষ্টিত ॥ নীচ সংসর্গে উত্তম নীচত্বকে পায়। উত্তমের উন্নততা থাকা তায় দায় ॥ পীযুষ পূর্ণ গোমূত্র ফোঁটা মাত্র দিলে। নষ্ট হয় পয়ো ঘট শাস্ত্রে হেন বলে ॥ যেই মত গঙ্গোদকে কপোদক হয়। বিষাক্ত অমৃত পানে মরণ নিশ্চয় ॥ তদ্রূপ প্রকার হয় দুষ্ট সহ বাসে। অশ্বতরী গর্ভধারি আপনারে নাশে ॥ অতএব দুষ্টে কভু নাহি দিবে স্থল। ভুজঙ্গ হইতে দুষ্ট যথেষ্ট প্রবল ॥ ঔষধি মন্ত্রেতে বশ হয় সর্পচয়। দুষ্টেরে করিতে বশ নাহি শক্য হয় ॥ তাই ডরাই তোমায় সঁপিতে আশয়। উপপতি প্রতি প্রীতি সতী ধর্ম্ম নয় ॥ পতি আরাধিকা নারী

যেই কুলবতী তার কি কখন প্রীতি হয় অন্য প্রা
যারা দেখে পূর্ণ শশি প্রভায় উদয় তারা কি তা
জ্যোতি তারাতে হেরয় ।। যাঁদের নিকটে সমু
দ্র জল স্বল্প ।। তাঁদের কি কূপ জলে সুখ বোধ হয় ।। যাঁ
রা পতির পদে সঁপিয়াছে রতি । রতি কাছে তাঁহা
দের কোথা অন্য মতি ।। জ্ঞান গুরু ত্যজে যদি শশি খসি প
ড়ে [illegible] সতীতে নাহি পতিব্রতা ছাড়ে । পতিভ
ক্তি পতিব্রতার বিধি । তাহে প্রতিবাদি কেন হয়
নিধি ।। কেন মিছে শূল সম নিন্দিত বচন । [illegible]
আনা প্রতি করিছ ক্ষেপণ ।। দেবাদি গন্ধর্ব্ব যক্ষ
আর নরে । কেহ সুখী নহে এহে উপপতি করে ।। [illegible]
স্থানে নানা দশা হয়েছে সবার । সবিদ্যার জ্ঞান [illegible]
জানায় আর ।। উচিত না হয় বলা দেবের চরিত্র । [illegible]
চরিত্র কিছু শুন পাপ সূত্র ।। যেই নারী পরিহরি [illegible]
নার পতি । অন্য পানে অনুরাগে সুখে দেয় রতি
[illegible] দের অন্ধকারে হয়ে উন্মাদিনী । ক্রমে ক্রমে [illegible]
করি হয় বিচারিণী ।। ক্রমে বহু উপপতি করে [illegible]
তৃপ্তি নাহি পায় কাম বৃদ্ধি হয় শেষ ।। যেমন অগ্নি
তে ঘৃত কর দান । তত প্রজ্বলিত হয় না হয় নির্ব্বাণ
[illegible] তে কুলটার প্রথমাবস্থায় । দূতী কর্ম্ম নিয়ো
জিতা রবস্থায় তৃতীয়াবস্থায় হয় অবস্থার শেষ । [illegible]
[illegible] মাসিনারে ভ্রমে নানা দেশ ।।

কুলটার যন্ত্রণা ।।

নন্দবতী পদ্য ছন্দে গদ্য করিয়া কহিতেছেন

শাস্ত্রমত শ্রবণ কর ।

এই সকল কুলটা স্ত্রীগণের পরস্পর সেবকের [illegible]

[illegible]য়া এই রূপ স্ব স্ব চিন্তা করেন। যে ভাব আমি [illegible]
[illegible] করিয়াছি। পূর্ব্বে উত্তর কাল না বিবেচনা করিয়া
[illegible]নাহংকারে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত প্রাণপতির [illegible]
[illegible]লিত পাবকে পতিত হইতে হইল। [illegible] আমি
ও পাপিনী কেন স্বকরে বিষ হরে ধরিয়া [illegible]
[illegible]রিলাম; যদি প্রাণকান্তের পাদ প্রান্তে স্মরণাগত
[illegible]কিতাম তবে ঐহিকের ও পারত্রিকের [illegible]
[illegible]দের কোন উদ্বেগ থাকিত না। [illegible]
[illegible] রমণী এতাদৃশ ভ্রম বশতঃ যৌবন মদে [illegible]
প্রযুক্ত [illegible]র্থের অপ্রিয় না হয়। এবং [illegible]
[illegible] যেন অকূলে কুল সঁপিতে [illegible]
[illegible] মন্ত্রের অনুশীলন ইচ্ছিতা ও [illegible]
[illegible] নিযুক্ত কিম্বা নিয়োজিতা ও জ্ঞান প্রদীপে অজ্ঞান
[illegible] অধ্যেষিতা ও মনঃকে [illegible]
[illegible] ও লজ্জাকে বিবর্জনে বাঞ্ছিতা ইত্যাদি [illegible]
[illegible] না হয়েন। কারণ এই সমুহ ক্রিয়া [illegible]
[illegible] অনেক দেখিতেছি [illegible]
[illegible] [illegible] অর্থাৎ [illegible] করিয়া [illegible]
[illegible] নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন; তাহাতে [illegible]
[illegible] অপর সাধারণ সকলেই ঐ বৈষ্ণবীগণের কাহাকে
[illegible]খিতে পাইলে পরস্পর কহেন, যে [illegible] ভাই [illegible]
[illegible] বেটী নবীন কালে বড় রূপবতী ছিল। দেখ [illegible]
[illegible]তে আহা! হাসিতে নাগর কুল নাশিতে [illegible]
[illegible] এক্ষণে সেই মুখে জয় হরি চাক্তী থেতে পাই [illegible]
[illegible], এ কথা কি লজ্জার কথা শুনিতে পাই। [illegible]
সমুখে দেখে ক্রমুখে হাসি রাখিতে পারি না, [illegible]

আশ্চর্য্য পূর্ব্বে এই বৈষ্ণবী যে চক্ষের লক্ষে লক্ষ২ র
গণের প্রাণ অনায়াসেই বিরহে বিদীর্ণ করিত। এ
সেই চক্ষের পক্ষে পক্ষের লোমোৎপাটন অর্থাৎ
লোম শূন্য হইয়া পিঁচটিতে চক্ষুদ্বয় পরিপূর্ণ হইয়া
হায়২ বুলচা হইলে তার কি এই দশাই ঘটে আবার
কহে ভাই হে বেটীকে দেখে এখন ভয় করে। কেহ ব
কাছে যথার্থ বলিয়াছ দেখে বেটী ধিরে২ ওষ্ঠদ্বয়
সের ন্যায় সাড়িয়েছে বুঝি ডাইনের মন্ত্র জানে
কেহ বলে তুই তা কেন কে তখন ঐ বৈষ্ণবীর ওষ্ঠ
বিম্বের ন্যায় শোভিত মানা থাকায় প্রেমিকগণের র
পতঙ্গ পানেচ্ছায় অনবরত রত থাকিত এক্ষণে সেই
দশাভাবে রসের আদন প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মকারের
তার মত সর্ব্বক্ষণ চাঞ্চল্য হইয়াছে। কেহ বলে বা
র্দ্ধাবস্থার স্বভাবই এই। আবার কেহ কহে হায়২
বৈষ্ণবীর পয়োধর প্রেম রাজ্যের রাজা হইয়া আব
বৃদ্ধ প্রেমিক প্রজাগণের কর নিরন্তরই গ্রহণ করিত অ
ণে সেই পয়োধর কিভাবে রাজধর্ম্মের কর্ম্মে মর্য্যাদি
হইয়া মন্দুশীরে চর্ম্ম চটিকা পতঙ্গ প্রায় হইয়া রাস
লের কর্ণের ন্যায় লটপট করিতেছে হায়২ কি দুর্দশ
কেহ কহে বন্ধু হে তখন এই বৈষ্ণবীর পাছার দ
র্শনে নাগরগণ মোহিনী জ্ঞানে সুধা আশে পাছে
সর্ব্বদাই ভ্রমিত এক্ষণে লক্ষ২ মক্ষিকায় কি আকাঙ্ক্ষা
এই পাছা প্রচ্ছন্ন করিতেছে তাহা বিশেষ ক্রমে ক
দেখি। ইহা শ্রবণমাত্র কেহ কহিতেছে যে স্ত্রীলোকদি
গের নাভিকূপ সন্নিধে যে কামকূপ আছে রসসাগরে
সহিত তাহার সন্ধি অর্থাৎ যোগ আছে যেহেতুক পুরু

পুরুষের প্রেমালিঙ্গনে রসসাগর উত্তোলন হইয়া কামিনীর কামকূপে বেগবতী হইয়া থাকে। তজ্জন্য কামকূপে রসবারি প্রদর্শন হয়। ইহা কি নিদ্রিত কি জাগ্রত যৎক্ষণাৎ স্ত্রীগণেরা পুরুষের প্রেমালিঙ্গন মনেং চিন্তা করিবেন তৎক্ষণাৎ আপনারং কামকুপে রসবারি দৃষ্টি করিতে পারিবেক ইহা সর্ব্বজন জানিত বটে কিন্তু পুরুষের প্রেমালিঙ্গন ব্যতীত কদাচ হইতে পারে না অতএব এই বৈকর্ত্তা পুরুষ প্রেমালিঙ্গন বিহীনে রসসাগরের স্রোতের অভাবে কামকূপ পঙ্কেতে পূর্ণিতা হইয়া বুঝি সেই পঙ্কে পারিজাতের গেঁড়ো* হইয়াছিল কিন্তু ঐ রসসাগরের বারির যাতায়াত ব্যতীরেকে উক্ত পঙ্ক সমূহ ও পারিজাতের গেঁড়োটী পচিয়া কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইয়া চিমসা গন্ধ নির্গত হইতেছে তজ্জন্য উক্ত মক্ষিকারা ঐ চিমসা গন্ধে আনন্দে ক্যানং প্যানং ভ্যানং স্বরে পাছা প্রক্ষণ করিতেছে। এই বার্ত্তা শ্রুত মাত্র সকলে হাহা হীহী হুহু স্বরে একপ্রাণ আগা হইয়া কে কাহার অঙ্গে ঢলিয়া পড়ে তাহার সীমা নাই। অতএব হে সাধু পুরুষ কুলটা স্ত্রীগণের সর্ব্বত্রই অপমান প্রাপ্ত হয়। ইহাতে কুলটা স্ত্রীগণের আমাকে যথা বিশেষ রূপে আমি জ্ঞাত থাকিয়া কি প্রকারে উৎপথ গামিনী হইতে পারি এবং আপনি সদ্বিবেচক হইয়া যে অসদ্যুক্তি পুনঃং উক্তি করেন এ কেবল আপনার বুদ্ধির গর্ব্ব খর্ব্ব ও গৌরবের গৌরব শূন্য করিতেছে দেখছে পণ্ডিতগণের এমদ্যুক্তি আছে যে কুলটা স্ত্রীগণের গতি নাই।

---

* গেঁড়ো অর্থাৎ জলজলতা গণের মূল।

শ্লোক।

পতি প্রীতি প্রতি হন্ত্রী পতি বিশ্বাস ঘাতিনী।
সা নারী নরকং ব্রজেৎ প্রবদন্তি মনিষিণঃ॥

অর্থ। পতির প্রীতি বিশ্বাস হন্ত্রী যেই নারী নাশে।
সে নারী নরকে যায় সুধীরা কহে ভাষে॥

শ্লোকান্তর।

কৃত্বা পুণ্য পুঞ্জ পুঞ্জো দানাদিন্যং কর্মনাং।
তদোপি নরকং ব্রজেৎ স্বামী স্বভাব ত্যাজিকা॥

অর্থ। পুঞ্জ২ পুণ্য যদি করে অনুষ্ঠান। পূজা হোম দান আদি কর্ম নানাবিধ॥ তথাপি নরক মধ্যে বাস হয় তার। পতির স্বভাব * যেবা করয়ে সংহার॥

রসবতীর উক্তি।

কুলটার যন্ত্রণা ও সতীর সৌভাগ্য বর্ণনা।

পদ্য। অতএব কুলটা গণের সহবাসে অবগত থাকিয়া কি আশ্বাসে বিশ্বাস করিতে পারি। এবং আরও কিছু নিবেদন শুন দেখ যেরূপ স্ত্রী গণেরা পতি পরিহরি অন্য পতি প্রতি প্রীতি করিয়া কুল ধর্মের মস্তকচ্ছেদ কর্ম করে সে নারী কি পবিত্র। তাহারা অতি অধম। যেমন পতিব্রতারা যথা পতি সেবায় সর্বদা ব্যস্ত থাকে। তেমনি অসৎপথগামিনী কুলটা গণকেও উপপতির পদ সেবায় অনবরত রত থাকিতে হয়। এবং সতী গণের পতি পদ সেবার ত্রুটি হইলে সতী গণেরা যেমন পতির কৃতঘ্নতা দোষে গুরুত্বের পাত্রিনী হয়েন তদ্রূপ অসতী গণকেও উপপতি পদ সেবার জন্য যাব

* পতির স্বভাব অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সতীত্ব ধর্ম রাখাই পতির স্বভাব রক্ষা করা হইয়াছে।

নানাবিধ লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভৎসনা উপপতি কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইতে হয়। এবং কুলবতীতে যদ্রূপ পতির মনরঞ্জন নিরীক্ষণ করে। তদ্রূপ কুলটাকেও উপপতির মনরঞ্জনা হইতে হয়। এবং সাধ্বী সতীগণে যে প্রকার স্বপতির দাসীত্ব কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়েন। সে প্রকার অসতীগণকেও উপপতির দাসীত্ব কর্ম্মে নিয়ত নিযুক্ত হইতে হয়। তবে হে মহাশয় যদ্যপি দাসীত্ব দশাই ঘুচিলনা তবে কেন অনর্থক ঠাকুরের দ্রব্যে কুকুরের ভোগ দেওয়া ও [illegible] সিংহাসনে শৃগালকে স্থাপিত ও [illegible] রাজহংসীকে [illegible] ও গরুড়ের সুধা কাকেরে [illegible] গজমুক্তা অজাশীরে খচিত ও পদ্মবনে মুণ্ডককে নিয়োগ ও [illegible] করণে কি [illegible] হয়। যদি বল কুলটাগণের উপপতি সহযোগে পরিবর্ত্ত হয় তবে কি সতীগণে পতি সহায় বিনিময় পাননা অর্থাৎ অবশ্যই পান। এতি ভিন্ন যে সতীর পতি বিনাশ হইলে আর পতি ভজনের [illegible] নাই এবং বিধবা যন্ত্রণা সেও প্রায় অবগত [illegible] যদ্যপি পশ্চিমে সূর্য্যোদয় হয় ও [illegible] ত্যাগ করেন ও দুষ্টগণের সদ্গতি প্রাপ্ত হয় তথাচ সাধ্বী সতীগণেরা ত্রৈলোক্যের নিমিত্তেও বিধবা যন্ত্রণা ভোগ করেন না। এবং সতী গণের পতির মৃত্যুপস্থিত হইলেও মৃত্যু না হবার সম্ভাবনা ও মৃত্যু হইলেও সতীগণের সতীত্ব শক্তিতে মৃত্যুপতি জীবিত হওনের সম্ভাবনা তাহার উদাহরণ সতী শিবসুন্দরী ও সতী মদনের রতি ও সতী সাবিত্রী ও সতী বেউলা ও সতী মন্দোদরী ইত্যাদি। যদি কহ যে সতী মন্দোদরী এ উদাহরণে কি প্রকার হইবে তবে শুন শ্রীরামচন্দ্রের এমদুক্তি আছে যে যদ-

যদি স্বামীর দেহ সন্তানদের চিন্তা না নির্বাণ হয় কিন্তু যদি স্ত্রীগণেরা সধবাই থাকিবেক। এই একারণ সর্ব্ব মহাশয়দিগকে এই উদাহরণে নিবিষ্ট করাগেল। অতএব তন্নিমিত্তে বলি যে সতী স্ত্রী গণের আজন্মাবধি সধবা থাকিবার সুযোগই আছে। আর সতী নারীগণের স্থান কোথায় তাহাও শ্রবণ কর, হে সাধু পুরুষ অত্র বার্ত্তায় চিত্তাভিনিবেশ করুণ। দেখ শ্যামা সতীকে শঙ্কর হৃদয়ে ধারণ করেন, ও রাধা সতীকে শ্রীকৃষ্ণ ক্রোড়ে রাখেন ও তুলসী সতীকে বিষ্ণু মস্তকে ধারণ করেন, ও গঙ্গা সতীকে গঙ্গাধর শিরোপরে অবধারণ করেন, ইত্যাদি। অতএব হে ভণ্ড বেশী ইহা হইতে স্ত্রীগণের আর অধিক সুখ কি আছে স্বীয় বিবেক দ্বারা অবগত হও দেখি আর নাম গণের যে কি পর্য্যন্ত নরক ভোগ তাহা অবগত হইলে না কেবা, হে সাধু সন্তান প্রভৃতি পাতে সমস্ত হয়। দেখ যে পুরুষের মনঃ স্বস্ত্রীতে সন্তোষ করিতে পারেনা ও বন্ধু বান্ধব কুটুম্বাদিতেও সন্তোষ করিতে অক্ষম এবং মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী ভাগিনে খুড়া খুড়ী জ্যেঠা জ্যেঠী মামা মামী মেসো মাসী পিসে পিসী শ্বশুর শাশুড়ী শালা শালী মামাস পিসাস জ্যেঠাস খুড়াস ও আর অন্যান্য পাড়া পড়সী ইত্যাদিতেও যাহার মন সন্তোষ করিতে অশক্ত, তাহার মন সন্তোষ করা যে, কি পর্য্যন্ত ঘোর নরক তাহা আপনার সুবুদ্ধি শক্তি দ্বারা বিবেচনা কর দেখি এবং এতাদৃশ কুপথে যে ব্যক্তি স্ত্রীগণকে প্রবেশ করাইতে বাঞ্ছা করে সেই ব্যক্তি ইহা কি পর্য্যন্ত ঘোর নারকী তাহাও বিবেচনা কর দেখি। আর দেখ আপনি স্বীয় প্রিয়সীর

প্রাপ্য প্রেম নিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপার জলধী তীরের প্রায় অপ্রাপ্য প্রেমেচ্ছায় গভীর সর্ব্বাঙ্গ সংহার জনে মহাপাপে পদাভিষিক্ত হইতে মনোভিনিবেশ করিতেছ একি তব পক্ষে শ্রেয়ঃ তব। শুনহে পণ্ডিতাদির কি কথিত আছে।

শ্লোক।

যঃ ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবং পরি সেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্ট মেব॥

অর্থ। নিশ্চিত বিষয় ত্যাগ করি যেই জন। অনিশ্চিত বিষয়ের করে আকিঞ্চন॥ নিশ্চিত বিষয় যে তাহার নষ্ট হয়। অনিশ্চিত বিষয়ে চেষ্টা মিথ্যা হয়॥

গদ্য। তত্তবেশী এই সমূহ বাক্য শ্রবণ মাত্রেই আপনার আশা নৈরাশা জানিয়া জ্ঞানের দফা রফা করিয়া নেত্রের পলক রহিত হইয়া নাকি প্রায় তাহার মত ধুকে মুখে হাঁ করিয়া ফেলং করে চাহিয়া রহিলেন।

দাসী কর্ত্তৃক সাধুসুতের মস্তক মুণ্ডন।

ত্রিপদী॥ অহো সুখে ভাবে সাধু, কেন আর পরবধূ, লয়ে একে করি আকিঞ্চন। মিছা কেন করি চিন্তা, আপনেই সন্তা, এই বেলা করি অন্বেষণ॥ আর কেন দিবে নিশা, বালকের মত আশা, অবসন্ন হতেছে রজনি। ভাস্কর উদিত হলে, অমনি তস্কর বলে, মুণ্ড খণ্ড করিবে এখনি॥ দারগার কেন আশ, বুঝিলাম সর্ব্বনাশ, রাত্রি মাস সাব মাত্র হয়। এতদ্রূপ ভাবি তত্র, নিদ্রায় সাধুর পুত্রে, গাত্র লাগি নেত্র মুদিরয়॥ চেতন হইল নাশ, নাসায় বহিল শ্বাস, রহিল বিহ্বলে সওদাগর। উনিহে রসিক গন, রসে রসাইয়া মন, রস ভাব রসের সাগর॥

জাগিয়ে কিঙ্করী সঙ্গ, চৈতনের দুর্জি গর্ব, জলদে আবৃত রূপবতী। উজ্জ্বলিয়া ভূষা ঘনে, বহ্নিপিণ্ড নিদ্রা গমনে, যেন খদ্যোতক নিশাপতি॥ একপ হেরি শুভক্ষণ, অসু দেখি সখীগণ, পরস্পর চুপে বলে। বুঝি এবেলা কাছে ভূষা, আতঙ্কে কম্পিতা হয়ে, পতিত হইল ক্ষিতি তলে॥ শ্যামাঙ্গ নীর অঙ্গ, পুষ্পক শয্যার সঙ্গ, অসহ্য হইয়া সদা পায়। সেই অঙ্গ ধরাসনে, মিলাইয়া ধরাসনে, দাঁড়াও বাঘেরূপের দাঁয়। একেত ঘোর বিপদ, সত্রুতে, ময়না পক্ষ সতীত্ব রক্ষার জন্য ধর্ম। নানা বিধ বাক্য ছলে, রক্তের বাক্য ছলে; ছেঁদিলেন একেক রজনি॥ আপদ হতে উত্তীর্ণ, বিরহে সদা বিদীর্ণ, শীর্ণ কায় জীর্ণ প্রায় দেখি। পরিয়া নিদ্রা ভূষণে, মিলিত হয়ে ভূষণে, প্রস্তুত পতিভক্তি পরায়ণী॥ কে জানে এ কুলাঙ্গার, কুল কাঠের অঙ্গার, কুলাঙ্গার করিতে এসেছে। আহাহা কি বালাই, কোথায় আপদবালাই, ঠাকুর জামাই হয়ে আছে। ছিছি একি কর্ম ভোগ, বাঘের ঘরেতে যোগ, জঙ্গলবনেতে বসতি। হিরাগ্রু থাকিত যাঁর, তাকে যেন কাল পেঁচা, এই বোঁচা নাথুর সন্তুতি॥ এত বলি, সর্ব সখী, ক্রোধে হয় বক্রমুখী, কি বলিবে নাপায় উপায়। রোষাবেশ পরিহরি, মৌন ভাবে সব নারী, সাধু পাশে ধায় পায় পায়॥ নিদ্রান্বিত সাধু সঙ্গে, সকলে মিলে আহ্লাদে, কাব্য হেতু ক্রিয়া আরম্ভিল। কেহ খর ক্ষুর ধারে, মস্তক মুণ্ডন করে, কেহ অর্দ্ধ গোঁপ বিনাশিল॥ কেহ চক্ষু পক্ষ তুলি, ছেদিলেন যোগমায়ী, কেহ দন্ত উন্মূলন করিল কেহ অগ্নি হয়ে মত্ত, প্রচণ্ড ক্রোধেতে উগ্র, শবণাগ্র নাসাগ্র কাটিল॥ এইরূপ করি তায়, সবে প্রাক্কা

[illegible]রে গায়, ছলে বলে যামিনী পোহায়। হল উদয় সময়, [illegible] মহাশয়, [illegible]নের অস্তাচল যাগ॥ অমি [illegible] ধরে বসে, উঠিয়া অতি ত্বরেতে, দুই হাতে রগড়ে নয়ন। [illegible]খানি জনেক সখী, দর্পণ সম্মুখে রাখি, বলে সখী দেখ [illegible] বদন॥ এই বলে যতধনী, তুলিল হাসির ধ্বনি, বলে [illegible]পের নেড়া, কেহ বলে দেখি ভাই, [illegible] কোথায় ভাই, সাধ গেল [illegible] করা [illegible]॥ কুকুরে [illegible] মুখ, তখনি হয়েছে দুখ, আর দুখ [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] পরিহরি অনিবার্য্য [illegible] করি, [illegible] [illegible] [illegible] করে॥ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই রূপ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], মাথার উপরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কাটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ভূমে [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কুমন্ত্রণা, [illegible] [illegible] [illegible] কি আছে [illegible]॥ [illegible] কি বিপত্তি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মতন [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

করি, করে সাধু স্বদেশে গমন। ফেরুর বলে তায়, দাসী রে সঘনে ধায়, সাধু তাহে আরো জ্বলাতন ॥ উন্মত্তের গরুর, চলে যায় ফরর, থরহ চরণের গতি। ঠাকুর জামাই শুন, কহে সখী পুনঃ, কাঁদা রসে করিছে মিনতি ॥ মাথা খাও কথা রাখ, যেওনা হে থাক, ওহে সখা চটনায়। হইয়ে সাধের বঁধু, বিষাদ ছাড়হে সাধু, কেন কর বিচ্ছেদ ঘটনা ॥ দাসীর প্রতি রাগ বুঝি, [illegible] হবে [illegible] সিদ্ধি, একেবল অজ্ঞানুচিত তব। সমুদ্রের [illegible], ছুটি [illegible] প্রায় বদ্ধ, হায়ং কারে কিবা কব ॥ [illegible], বাক্য ছলে নানা বিধ, ভৎর্সনা করয়ে [illegible] শঙ্ক [illegible], দংশন করিছে কায়, [illegible] যায়। [illegible] বাহির হয়ে, শ্রীহরি স্মরণ [illegible] রসবতী, পতিব্রতা সাধ্বী সতী, [illegible] হয় পুনঃ ভাগে ॥ সতীর সতীত্ব জন্য, নিভানিতি [illegible], অমনি হইল সেইক্ষণ। চন্দ্রের চন্দ্রিকা [illegible] হইল দিন, প্রেক্ষিয় হইল [illegible] ॥ [illegible] হ্রদে, গাণকার [illegible], [illegible] তুলিল। হিরামোহন [illegible], নানা [illegible] পাপিয়া, পাকসাটে ডাক আরম্ভিল। বাঁউই পাউই টিয়া, স্ফটিকজল কাকাতোয়া, ময়না [illegible]। শুক সারী। [illegible] পঞ্জন খঞ্জি, ফিঙ্গে সারেঙ্গ মৌচুস্কি, নীলকণ্ঠ লালমোহন নুরী ॥ সারস পেঁচার বাজ, [illegible] চকী ভিমরাজ, ভরত ফুল চুনী [illegible]। তুলোশ্বেকী গুড়গুঁড়ি, মাচরঙ্গা পানকৌড়ি, [illegible] রসকুবারী সেক ॥ পিপিপি ধড়িয়াল, কুকো হুম্ চাড়িবাল, তোতা হরিয়াল হাজার দস্তা। চণ্ডালে ঝাকলা

[illegible]খী গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে পাপিষ্ঠ কোথায়। এতদ্বাক্য শ্রুত মাত্র সখীগণ দণ্ডায়মানা হইয়া [illegible] নিষ্কপটে অকপটে কহিল যে হে ঠাকুরাণী দাসী গণের কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে অনুমতি হয় প্রকাশ করি। পদ্মমুখি সুধাইলেন সেকি, সহচারীরা কহিতেছে ঠাকু-রাণী শুন। মাতা পিতার অনিষ্টকারিকে তৎ সন্তানেরা কি প্রকার স্নেহ করে। গুণবতী সঙ্গিনীগণের এতদ্বাক্য শ্রবণে ঈষদীষদ্ধাস্যাননে কহিলেন যে মাতা পিতার অনিষ্ট কারির প্রাণ বিনষ্ট করি তবেইত পাপাদির [illegible] না। তখন সহচারী বৃন্দেরা কহিল যে সে নষ্টের প্রাণ বিনষ্ট না করিয়া নাশা কর্ণের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা ও মস্তকের কেশ গোঁপাদি চক্ষের পক্ষ ভ্রু প্রভৃতি কেশ-মণ্ডলী মুণ্ডন ইত্যাদি করিয়াছি। সতী কহিলেন সে কি প্রকার। তখন সঙ্গিনী বৃন্দেরা পদ্মমুখীর স্থানে সে আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন গুণবতী মহা হর্ষ অন্তরে যদ্রূপ হয় তদ্রূপ হইয়া কহিলেন যে তোমরা কেহ আমার প্রাণনাথে আনিয়া দেও যেহেতু এই সময় সত্বর সেই প্রাণকান্তের পদ প্রাপ্ত না হইলে হইলে আমার সতীত্ব ধর্ম্মের ক্ষয়ে [illegible] জানিবা। অতএব সখীরে শীঘ্র গমনে সেই প্রিয়বরকে আমার নিগ্রহ ভোগ কহ। আর নিশির ব্যাপার কাহা কেও জ্ঞাত করা হবেনা। ইহা বিশেষ রূপেই সকলের জানিত রাখিব। কেননা গত নিশিতে যে ভণ্ডবেশী [illegible] রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল তাহাকে আমরা এতেক জনে বিশ্বাস করিয়াছে তজ্জন্য তৎ পরিবর্ত্তে প্রিয়নাথে আনিয়া এই চম্পা দেশীর সকল বার্ত্তা জ্ঞাপন

রাখিয়া চিত্ত সম্পাদন করিব অর্থাৎ সকলেই জানিবেক যে ইনিই কলা আসিয়াছেন ইহা শ্রুত মাত্র দাসীপুঞ্জ কহিল যে আজ্ঞা ঠাকুরাণী এ পরামর্শ প্রত্যোত্তব্য বটে শ্রীমুখের আজ্ঞা হইলেই আজ্ঞা বাহিনীরা শ্রীহরি স্মরিয়া শ্রীহরি করে রসবতী কহিলেন তবে বিলম্ব কি। দাসী গণেরা কহিল বিলম্ব আপনার হস্ত চিত্র পত্র; রসবতী কহিলেন সে বিলম্ব সবেনা দেখলো রতি কান্তের কুত্তাক্ত সন শরাস্ত্র শরে আমার প্রাণান্ত হইতেছে। গজগামি নার এতাবদ্বাক্য শুনিয়া গজ গামিনী নামে এক সখী গজ গমনে রসরাজ সন্নিধে শীঘ্র সুযাত্রা করিলেন। এখানে কনক রাজ্য রাজপুত্র ... স্বপ্ন সংকারে হৃকাম্ভার স্বরূপ কন্ট দর্শন করিতেই সহসা অচেতন্য হইল, অনন্তর রাজপুত্র গাত্রোত্থান করত আশ্চর্য্যান্বিত চিন্তা করত। ... বিরহানলে ... শুষ্ক তরুবর প্রায় উক্ত হৃদে সুস্থিত আছে ... বজ্রদ্বয় বায়ুবত হৃদ ঘরে উৎপাদিত ও মদনের অব্যর্থ সন্ধান পীড়িত হইয়া ... অতি বাহু উচ্চৈঃস্বরে হায় প্রিয়া ... ইত্যাদি স্বর নির্গত করিতেং বাটীর বাহিরে ... নিকটবর্ত্তি পুষ্পোদ্যানে মকেশ মত পড়িতে অর্থাৎ শিব নন্দিরের রোমাকে গাত্র ঢাকিয়া উত্তপ্ত লুণ্ঠিত অর্থাৎ ছটফট করিতে থাকিলেন তদনন্তর ... বিরহে শোক লজ্জা ভয় ভীত ভাবিয়া ... করিয়া আপনার সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে কি রূপ ভৎর্সনা করিতেছেন তাহা অসুগমক পয়ার প্রবন্ধে নির্দ্দিষ্ট হইল।

নীলকান্তের ইন্দ্রিয় ভর্ৎসনা ও প্রিয়া পাশে যাত্রা ও প্রিয়ার প্রেরিত দাসীর সহিত সন্দর্শন ও তৎসমীপে গমন।

অনুরাগ ও প্যার। মনঃতের ব্যবহার, এভাব কেমন নঃ মোহিনীরে ভুলে কিসে দিলি মন॥ চিত্ত তব জানো চত্ত আমার কেমন কারে। সে ভাবে অভাব [illegible] দিতে ছার কারে॥ কার বুঝে বন্ধ বুদ্ধি বোঝা হই এই। কেবল [illegible] হয়ে কর্ম হই হই॥ কামেরে কিকামে ভুলে [illegible] [illegible] কান। কি উত্তর দিবে [illegible] সবাইরে জান॥ [illegible] [illegible] সংকরে [illegible]। কোথায় [illegible] কোথায় [illegible]॥ [illegible] বিচ্ছেদ কি আছে [illegible] [illegible] [illegible] কেন [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একবার [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছরে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥ কি ভ্রমে ভ্রমিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রিয়া [illegible] পাশে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একবার [illegible] প্রেমে [illegible] [illegible]॥ [illegible] [illegible] [illegible] ভাবে [illegible]। জীবিত হইতে কেন হইতেছ [illegible]॥ [illegible] ভাবে [illegible] হয়ে থাক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বালা কত জ্বালা সবে ॥ বিবাহ অবধি স্মৃতি হইয়াছে ভ্রম । ইথে কি তোমার বড় হতেছে সম্ভ্রম ॥ ছিছিং ছিছিং ছাড় দ্বেষাদ্বেষ । সম ভাবে সবে চল যাই সেই দেশ ॥ আহার করিছ কেন কুমন্ত্র সন্দেশ । ইহাতে কেবল ক্ষয় হতেছে সন্দেশ ॥ হৃদয় তোমাকে লোকে কহে ধর্ম্মশীল । তবে যে নিদয় প্রায় হইয়াছ শীল ॥ রাজপুত্র সকলে বুঝায় এই রূপে । কিন্তু দেহ দহে সদা ভাবিয়ে সেরূপে ॥ পুনঃ বিরহ জ্বালা নাপারি সহিতে । চুপি রায় ডাকে নায় ঘোটক সহিতে ॥ আজ্ঞা মাত্র সম্মুখে সহিস অগ্রসর । নায়কান্ত বলে ত্বরা আন মম হয় ॥ অমনি সহিস শীঘ্র যোগায় তুরঙ্গে । মৃগয়া ছলেতে যায় ত্যজে চতুরঙ্গে ॥ না জানিল রাজা রাণী এসব ব্যাপার । চলে রায় জায়া নির্ণয় করিতে ব্যাপার ॥ দৃশ্যাদৃশ্য তন্য রূপ যেন ভোজ বাজি । বিরহ জ্বালায় বেগে চালাইল বাজী ॥ কত দেশ যায় নিজ রাজ্য পরিহরি কৃষ্ণপক্ষ প্রায় যেন হরি পুত্র হরি ॥ মনের বলে প্রাণ প্রাণ নিলে হরি । পারিতেনা স্বচেতন থাকিলে প্রহরী ॥ আহইয়ে সদা কেন হরিং হায় । একথা কহিব কায় হরি হরিং ॥ গেল প্রাণ না হেরিয়ে সেরূপ লহরি । পাণি পুটে বলে দয়া কর হে শ্রীহরি ॥ দেখাও হে স্বপনেতে দেখিয়াছি যায় । এই রূপ বলে আর মহা বেগে যায় ॥ হেন কালে সহচারী লয়ে করিবর । সম্মুখে মিলিল পথে যথা নববর ॥ আশ্চর্য্য হইয়ে রায় করে নিরীক্ষণ । ভাবেকে মাতঙ্গে এল হেরি নিরক্ষণ ॥ এই রূপে চিন্তা কিন্তু করে দুইজন । মনে করে বুঝি মিলাইল সেই জন ॥ সুসার হইল বুঝি অর্দ্ধ পথ আশ । আশার হইল বুঝি পরিপূর্ণ আশা ॥

দোঁহে স্থির হয়ে গতি করিতে নারিলো। সাধু বলে কেবা
তুমি করিতে নারীলো ॥ মন গত ভাব দাসী বুঝিয়া আ-
ভাসে। পরিচয় দিল তারে অমৃতের ভাসে ॥ শুনিরায়
সন্তাপিত প্রিয়া আবেদন। ঘোড়াইহতে পড়ে মনে
পাইয়া বেদন ॥ স্বপন হইল সত্য একি চমৎকার।
প্রিয়া কষ্ট ভাবি রায় করে হাহাকার ॥ উচ্চ স্বরেতে বলে
কোথা অগতির গতি। পতিব্রতা হয়ে তার এতেক দুর্গ-
তি ॥ তোমার কি দিব দোষ সব দোষী আমি। কিন্তু
প্রভু তুমি সব আমি নহে আমি ॥ এইরূপে নানা খেদ
করে ধরাধরি। করিইতে নারি দাসী করে সবাস্তুতি ॥
অনুমানে কার্য্য সিদ্ধি জানিয়া যুবতী। বলে শুক্ষে চন্দ্র
যথা রূপবতী ॥ কান্দিলে কি হবে কত কান্দিছেন ধনী।
সবাকার সবাকার হাহাকার ধ্বনি ॥ মিছে খেদ কেন
প্রভু কর অনাবৃত। উদ্যাপন কর গিয়া সতীত্বের ব্রত ॥
তুমি ভুলে আছ নাহি ভোলে তব সতী। পতিব্রতা
রাজ্যে তারে নিতান্ত বসতি ॥ উঠ কেন আর মিছারে
মনে। দেখ পাইবে গিয়া রমণী ভুবনে ॥ দাসীর
বাক্যে সুশান্ত হয়ে নীলকান্ত। উঠিয়া বসিল যেন মণি
নীলকান্ত ॥ নয়নেতে অশ্রুপাত প্রিয়ার করে। অঞ্চলে
বদন দাসী মুছাইল করে ॥ প্রেমনিধি দান প্রিয়ে তরা-
তে করিতে। দাসী সহ উঠে রায় ত্বরিতে করিতে ॥ গজ
রাজ পিছে লয় বাজী বন্ধি করি। প্রিয়া লোগে অতি
বেগে চালাইল করি ॥ যাইতে২ দাসী মনে২ ভাবে। না
জেনে কেমনে লয়ে যাই অনুভাবে ॥ কি জানি যদ্যপি
ধনী বলে এটা কেটা। তবে এ দাসির মাথা বাঁচাইবে
কেটা ॥ এতেক ভাবিয়া দাসী যুড়ি দুই করে। পরিচয়

হেতু রসরাজে ছল করে॥ অনুভাবে বুঝি রায় তার মন-নন। স্বাঙ্গস্পর্শে বলে ইনি তার মত নন॥ দাসীবলে যাঁর পুত্র কুম্ভিরে বিনাশে। খাদ্য কূট মন্ত্র কেরি ডরে অনায়াসে॥ এক বার রুগী হৈলে রোজা আর বার। অন্ধ কি হারায় যষ্টি আর বারবার॥ নীলকান্ত বলে সখী আছে কেন শোনা। কষিতে পাড়িলে জানা যায় তাঁবা সোনা॥ চুম্বক প্রস্তরে লৌহ করে আকর্ষণ। থাকে কি প্রচণ্ড তাপ হইলে বর্ষণ॥ ভূতনাথ পদ ভাবি কহে ভূত-নাথ সাধুহে নাগর তথা নাগরী অনাথ॥

গদ্য। এখানে গান্ধার নগরে রাজা রাণী রজনীর বৃত্তান্ত না জানিয়া কেবল এই জানেন যে অপেক্ষা মুহূর্ত্তো পান অর্থাৎ দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে গাত্রোত্থান করত পশ্চাৎ সেনাদের তুরঙ্গারূঢ় হইয়া নগর ভ্রমণে প্রস্থান করিয়াছেন, যেহেতুক রসবতী প্রাতে ঐ বাক্যই ঘোষণা করিয়াছিলেন, এজন্য দিবাকর নিজ অস্তাচলে সংক্রমণ করিলে উদয়াচল হইতে পূর্ণচন্দ্র তূর্ণ আগমন দর্প চূর্ণ করিতে আরম্ভ, মণ্ডলী মণ্ডলাকার গগন মণ্ডলে প্রকাশ পাইলেন। এতৎকালে রসবতীর দাসী রসরাজ সহিতে রাজপুরী নিকটস্থ হইয়া গজরাজ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক সভা সন্নিধে আগত হইয়া মঙ্গল সমাচার প্রদান মাত্রেই রসবতী নবরসে রসিয়া রসার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। অপিচ সহচারীগণেরা বাসর সজ্জায় প্রবর্ত্ত হইল ও কেহ কেহ রসবতীকে সুসজ্জান্বিতা করিতে লাগিল।

রসবতীর সজ্জা।

লঘু ত্রিপদী। পূর্ব্ব দিন প্রায়, সতীরে সাজায়, যতেক যুবতী আসি। করে নানা বেশ, অশেষ বিশেষ,

ষ। আনি রাশি২ ॥ হারে ঘেরি গলা, ঝটিতে মেখলা, কটিতে আঁটিল দাসী। ধরি কুচকলি, কসিতে কাঁচলি, সবে মিলে তুলে হাসি॥ পদাদি মস্তকে, দিল স্তোকে২, যেখানে যেরূপ সাজে। কিবা কব শোভা, রতি পতি লোভা, বিজুলি চঞ্চলা লাজে॥ একেত সেরূপ, কটিসুধা রূপ, বিনা ভূষাতে ভূষিত। অরুণে কিরণ, দিতে বিতরণ, যেন হয়েছে উদিত॥ বুঝি মুখ শশি, হেরে ছিল শশি, শূন্যে থাকি কোন দিনে। তাই মনের, মনঃ অভিমানে, ক্ষয় হয় দিনে২॥ সে অঙ্গে ভূষণ, কেবল দূষণ, সুশোভন নাহি পায়। অলক্ত যেমন, করয়ে লেপন, শিব দুর্গা উমা পায়॥ সেইরূপ তায়, সকলে সাজায়, যাহা মনে আসে যার। শান্তির মঙ্গল, করিতে কেবল, অঙ্গে উঠে অলঙ্কার। নহে কি শকতি, হিরা গজমতি, প্রকাশিতে নিজকর। কণ্ঠহার ছলে, আরোহিয়া গলে, সুখে শোভ-মাছে তর॥ কেবল এযোতে, রাখিতে এমতে, ধরিয়াছে নানা সাজ। সেরূপ প্রভাতে, পদ্মিনী প্রভাতে, হাসে করে দিবা রাজ॥ সাধ্বীর তায়, নাহি শোভা পায় যেন ঘনাচ্ছন্ন শশি। সে অঙ্গ উলাঙ্গ, সদা শান্তি সঙ্গ, আমি বড় ভাল বাসি॥

গদ্য। পরে এইরূপ সজ্জা করিয়া রূপবতী সাধ্বী সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে প্রাণনাথের আশাপথ চিন্তা করিতে থাকিলেন। এখানে নীলকান্ত মাতঙ্গ ত্যজিয়া তুরঙ্গারোহে [illegible] লোচনার বিরহালোচনায় মনানন্দে ফাঁকিতেই শ্বশুরালয়ে সমাগত হইয়া অন্যান্য ব্যাপারান্তে স্বীয় নায়িকার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

রসবতীর পতিসহ লীলা।

পয়ার। রসরাজে হেরি হবে যত সখীগণ। ভক্তি ভাবেতে প্রণমিল ধরিয়া চরণ॥ আগচ্ছ আগচ্ছ বলে করে সম্ভাষণ। হংসী মধ্যে হংস যেন রাজার নন্দন॥ পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ হইল সবার। উথলিল প্রেম সিন্ধু নাহি পারাবার॥ রস রাজে রসবতী চক্ষে করি লক্ষ। লোচনে লোচন রাখি স্থির হৈল পক্ষ॥ নীলকান্ত প্রিয়া মুখ করি নিরীক্ষণ। নেত্রে নেত্রে সমর্পিয়া এক দৃষ্টে রণ॥ উভয়েং হেরি মোহ উপজিল। উভয়ের স্থির নেত্রে নীর দেখা দিল॥ নীলকান্ত নেত্রে যেন নব ঘন প্রায়। ঘনং বর্ষে পক্ষে বিজুলি খেলায়॥ অমর তীতিল ধারা নেত্রে নাহি ধরে। চরণ আশ্রিত হৈয়ে পড়ে ধরা পরে॥ সতীর লোচন যেন সজল নিরদ। শ্বেত পদ্ম ক্রমেং হয় কোক-নদ॥ অক্ষ পাত অমর হইতে নয় অল্পা। মোহ রূপী ভগীরথ আনে যেন গঙ্গা॥ হৈয়েছে সতীর নেত্র ব্রহ্ম নিকেত প্রায়। নিম্ন পক্ষ কমুণ্ডল শোভিতেছে তায়॥ নেত্র নীর রূপে যেন অবতর্ণা প্রায়। কুচ কুম্ভ শম্ভু প্রায় ধরেন মাথায়॥ বাঘাম্বর কাচলি ভেদিয়া অবশেষে। নাভি রূপে মহা যোগ ক্রমেতে প্রবেশে॥ সখী বে সুবর্ণ গিরি নাভি যে সাগর। এই হেতু গিরি হইতে পড়িছে নির্ঝর॥ তথা হইতে জাতি সুতে জানু বয়ে যান। মনে হয় জহ্নু মুনি করেছিল পান॥ হায়ং ব্রহ্মা যাঁরে ধ্যানে নাহি পান। হেন গঙ্গা সতী চক্ষে আনন্দে খেলান॥ তাই বলি পতি ভক্তি কর সতীগণ। যাঁরে ইচ্ছা জ্ঞান চক্ষে পাবে দরশন॥ এই রূপ অপরূপ হেরিয়া উভয়। স্থির নেত্রে মৌন ভাবে বাক্য নাহি কয়॥ কিকরিতে কি

মিছরি শর্করা॥ রসগোল্লা রসে ভরা পান্তু ছানাবড়া। গুলা খইচুর ফেনি গোলাবি পেঁড়া॥ পায়সান্ন নানাবিধ পিষ্টক কচুরি। বিবিধ ভাজন ছোকা লুচি কারি পুরি॥ ঘৃতাক্ত রসাক্ত দ্রব্য এই রূপ যত। ফল ফুল আদি যোগাইল কতশত॥ তবে যুবরাজ সহ যুবতী লইয়া। খাদ্য ক্রিয়া সমর্পিল আনন্দে মাতিয়া॥ পান করে তম্বু-লাদি তমুকুট ধূম। সখী গণে আরম্ভিল গীত বাদ্য ধুম॥

সখিগণের নৃত্য গীত বাদ্য।

লঘু ত্রিপদী। লয়ে নানা যন্ত্র, করি এক তন্ত্র, করে সুর সম্পাদন। কিবা পাখয়াজ, অমর আওয়াজ, চাটিতে ফাটে গগণ॥ সেতার তম্বুর, বাজে সুমধুর, ধুঁধুরি ঝাঁঝরি তায়। অতি খরতাল, বাজে খরতাল, সারেঙ্গে রাগিণী গায়॥ মোহিনী তখন, ভাজয়ে ইমন, রঙ্গিণী তুলিছে তান। কি শোভা মন্দিরে, বাজিছে মন্দিরে, মানিনী দিতেছে মান॥ কল্যাণী তাহায়, কল্যাণ শুনায়, সুরমা সুরট গায়। গাইতেছে গৌরী, পূরবির গৌরী, ছাড়ে তান দিয়ে তায়॥ কেদারী কেদার, গাইছে কেদার, কুমারী কামদ করে। যতনে ভৈরবী, গাইছে ভৈরবী, মালতী মালকোষ ধরে॥ কেহ অবিরাম, গাইছে মোল্লার, কেহ প্রকাশিছে টরী। কেহ অভিরাট, গায় ছায়ানট, কেহ খট বাগেশ্বরী॥ বারোঁয়া পরজে, কেহ বা খাম্বাজে, জয় জয়ন্তী শ্রীরাগ। সোহেনা নেহারা, দহং সিন্ধুগার, মালসী ঝিঝিট বেহাগ॥ কেহবা কানাড়া, কেহবা কানাকড়া, কেহ হাম্বির মুলতান। বাহারে বাহার, মরি কি বাহার, বসন্তে মারিছে তান॥ রাগ

কেদারী ভায়, ক্রমেতে যোগায়, দীপক গৌড় পলাশ্রী ভৈরব আদি কত, রাগ শতং, শেষে ললিত বিভাষ। করে [illegible] তাল, লয়ে কর তাল, তাল দেয় তালেং। করে নীলকায়, সতী প্রাণকায়, নৃত্য কর সবে মিলে॥ আক্র, ধরি শিরে, উঠে ধীরেং, যাহারা নাচে প্রবীণা। [illegible] চাটী, থেলাং কিটীং, ধাকিটীং খিনা॥ কেকে [illegible] বেগে, থেটেত কেতে গেগে, ধাকিজাং ধনা। [illegible], তানা দেরেং, তাল উঠে তানা নানা॥ [illegible] বাজিছে, আহা কি নাচিছে, কেহবা দোলনে দোলে। কুড়ে কত খাছা, দোলাইয়ে পাছা, ঠমকেং চলে॥ পরনে খেমটা, খুলিয়া ঘোমটা, কেহবা করেতে ধরি। আড়ে ফিরে যায়, আড়েং চায়, হায়ং বলিহারি। [illegible] তেওড়া লয়ে, কিড়িকুট বাজায়ে, দোথাক [illegible]। [illegible] নিয়ত, বেহাগের গত, নাচিছে [illegible]॥ মাতিয়া তালেতে, হেলাতে হেলাতে [illegible] উনু। পদেতে মধুর, নূপুর ঘুঙুর, [illegible]॥ হেলাইয়ে বুক, ফেরাইয়ে মুখ, ধীরেং [illegible]। কেহ বাহু তুলি, চলে ঢলিং, কথন বা ক্রত [illegible]। আর কোন ধনী, জটপট বেণী, চিত্তাকে পাড়ুরে [illegible]। কভু বা নাচিছে, কভু বা উঠিছে, নয়নেতে ভাব [illegible]॥ [illegible] অপরূপ, মনোহর রূপ, যতেক যুবতী গণ [illegible] তিলোত্তমা, সদৃশ উত্তমা, নৃত্য করে ঘনং। [illegible] হেরি রায়, ঘনেতে চায়, কামেতে হৈয়ে পীড়ি[illegible]। সতী বলে হায়, যে দেখি তোমায়, কর পাছে বিপরীত॥ নরেশ নন্দন, কহেন তখন, দেখিলে আছে [illegible] রসবতী কয়, শুন মহাশয়, জঞ্জলা মানে কি

রসবতীর পতি প্রতি উক্ত।

পয়ার। সতী কহে পতি প্রতি এ আর কি রঙ্গ। ...তি চুরি করিতে কি হৈলনা আতঙ্ক॥ নিদ্রিতা ...নেক ...দ্রা না করিয়া ভঙ্গ। কেমনেতে বিবসনা করিলেক ...ঙ্গ॥ দাসী হই বলে বুঝি করিয়া উলাঙ্গ। মন সাধে ...নাযাসে হেরিলে সর্ব্বাঙ্গ॥ মধুস্বাদ সাধে সদা ...লে ...ঝি ভৃঙ্গ। হেলায় করিলে লঙ্ঘ পর্ব্বতের শৃঙ্গ॥ সরো... ...দাহিলে হে প্রমত্ত মাতঙ্গ। বলাহে সুদিত ... ...কি পতঙ্গ॥ আত্মবর্গ প্রায় কর যে উপায় ... ...কেন পড়িয়ে পায় তার আশা ভঙ্গ॥ অনুমান ক... ...খাও গাঁজা ভাঙ্গ। নহে কেন ফাঁকি দিয়া কর রঙ্গ ... বনেং ফিরিতে হে চাপিয়া তুরঙ্গ। ধনুতে বধিতে ... বিহঙ্গ পতঙ্গ॥ ধনু ধারী রাখে নাহি দয়ার প্রসঙ্গ। ...ক্ষা তার আছে সখা নিষ্ঠুর অনঙ্গ॥

প্রত্যুত্তর।

পয়ার। নীলকান্ত বলে প্রিয়ে ...ত জান পাষ্ট। ...ষ্ঠুর অনঙ্গ অতি সবে দেয় কষ্ট॥ ...রে ...ড়ুং ...ষ্ঠ ...রিল সে দুষ্ট। তাই করি হেন কর্ম্ম কেন হও রুষ্ট। ...রে শর হৈতে তব লোচন উৎকৃষ্ট। সেই জন্য নাহি ...রি নিদ্রার অনিষ্ট॥ কি জান প্রিয়সী যদি কর ... ...ষ্ট। তবেত জ্বালায় জ্বালা বাড়িবে অরিষ্ট॥ সহিতে পারিব কিনা কষ্টোপরি কষ্ট। সেই ভয়ে তব নিদ্রা নাহি করি নষ্ট॥ ইথে যদি হৈয়ে থাকি দোষেতে ... ...ষ্ট। ভাল মন্দ যাহা হয় করলো নির্দিষ্ট॥

রসবতীর মান ও মানভঞ্জন ও নীলকান্তের স্বদেশ গমন।

পয়ার। রসবতী বলে কি বলিব রসরাজ। যখন

স্মরিতে তব নাহি হৈল লাজ। চাহিলে কি পেতে নাহে প্রাণ প্রিয় বঁধু। কেমনে নিদ্রিত পদ্মে খাইলেহে মধু ।। যেব্যেছে নিতান্ত তব চরণ ভাগিনী। সেকি কভু নহে ওহে মধু প্রেয়াসিনী ।। এত দিন ধরে রেখে লক্ষ্মণের ফল। এক্ষণেতে বিলক্ষণ পাই তার ফল।। স্ববলে করিলে সখা স্বকার্য্য সফল। আমার হইল ফল কেবল বিফল।। এতেক বলিয়া ধনী করি অভিমান। অম্বরেতে সম্বরিয়া থাকে স্ববয়ান ।। মৌনব্রতে ব্রতী হৈয়ে নম্র শিরে রন। একপ হেরিয়া রায় ধিরে২ কন ।। কেন প্রাণ অভিমান কর আমা প্রতি। অপরাধি হই যদি তবু তব পতি ।। যদ্যপি তাপে লঘুপাপে গুরু দণ্ড হয়। বল প্রিয়ে দেহে প্রাণ কেমনেতে রয় ।। রতি চুরি হেতু ইথে এত অভিমান। তাও ফিরে দেই ফিরে মান ত্যজ প্রাণ ।। তাই দিয়ে লহ প্রিয়ে পিরীতি রতন। লহ২ ফিরে লহ বদন চুম্বন ।। লহ প্রাণ আলিঙ্গন সুধামৃত পান। দেই ফিরে প্রাণ তোমারে লহ এই প্রাণ ।। ইথে যদি অভিমান না... পূর্ণ। দন্তুর ওষ্ঠরে দণ্ড করহ তূর্ণ ।। মন ডোরে বাঁধি রাখ হৃদি কারাগারে। কটাক্ষে গরল দৃষ্টি কর বারে২ নখ দন্ত দণ্ড দিয়া কুচ গিরি বক্ষে। পদে ঠেক পে... কে করিবে রক্ষে।। ভুজ ভুজঙ্গম পাশে রাখিয়া অবারে। কেশ আকর্ষণে কর নিতম্ব প্রহার।। ইত্যাদি বিবিধ মতে শাস্তি নাহি হও প্রাণ। অভয় প্রদান করি চোর কর ত্রাণ ।। এত বলি ধরে রায় প্রেয়সীর পায়। সেকি এ বলি ধনী পড়ে পতি পায় ।। অকল্যাণ হৈল২ পদ... দাও। কেন গুরু গুরু পাপে ফেলিবারে চাও ।। ক্ষ... অপরাধ স্থান দিয়া পদে। কত অপরাধী দাসী আ...

পদের ।। তব সুধা বাক্যে অঙ্গ হৈল হে শীতল। অভি-প্রায়ে অনুরাগ গেল রসাতল ।। এই রূপ রস ভাবে নিশি অবসান। অলসে অবশ দোঁহে দিবা নিদ্রা যান ।। সময় পাইয়া ভবে হয় নিদ্রা ভঙ্গ। আহার বিহারের সদা অনঙ্গের সঙ্গ ।। এইরূপ কিছু দিন তথায় রহিয়া। স্বদেশে গেলেন রায় সঙ্গে লয়ে প্রিয়া ।। যোড় করে ভুজনাথ করে নিবেদন। পতি প্রতি দৃঢ় ভক্তি কর সর্ব্বক্ষণ

সাধু পুত্রের অভাবে তদীয়াঙ্গনার দুর্দ্দশার অতিক্রম।

গদ্য। ইতিপূর্ব্বে ঐ ছদ্মবেশী সাধু পুত্রের পরমা সুন্দরী মোহিনী নামে উহার বনিতা। ইহার সহিত একান্ত কাল যাপনে রহিত হইয়া মনে মনে অনেক নানাবিধ চিন্তা করত একাকিনী দুঃখিনীর ন্যায় থাকেন। পরে নিদাঘসময় হওত নভোমণ্ডলে মণ্ডলাকার সুধাকর নিকর কর প্রকাশে বিরাজমান হইলেন। তদর্শনে ঐ কুলবালা রজনীকান্ত কাল সদৃশ জ্ঞানে ও মদনের পঞ্চ শরে কোকিলের পঞ্চস্বরে ও মন্দ মারুত আলিঙ্গনে ক্রমে থর থর কম্পিত কলেবর হইয়া চিন্তা করিলেন যে আমার দিবা কষ্টে কাটাইলাম কিন্তু নিশা কাটাই দায় হইল. আমার যৌবন তরণী কাণ্ডারী বিহীনে বুঝি ঘোর বিরহ সাগরে নিমগ্ন হওনের সম্ভাবনা হায়ং উপায় কি। হে প্রেম নাবিক আপনি এ জীর্ণ তরণী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন তরুণ তরণীর কাণ্ডারী হইয়াছ, ভাল হওং সুখে থাক তাহাতে এদাসী সুখী বটে, আহা ভাল থাক ভালবাসি প্রত্যাগমনে সন্তুষ্টা হইব। এতদ্রূপ হাহাকারে প্রতি রজনী প্রভাতে এক দিন প্রভাতে মনেং চিন্তা করিলেন।

এ অবধি গুণনিধি এদাসীরে ভুলিয়া কোথায় রহিলেন কি কাহার কুহকেই পড়িলেন কি আমিই মনোমত নহি ইহা ভাবিয়া মনোমত অঙ্গনা সঙ্গে রতিরঙ্গেই বা মাতিলেন তাহা কিছুই বুঝিতে নারি কিন্তু নারী হইয়াও এবম্বিধ পোড়া পোড়া মদনের পোড়াতে আর পুড়িতে পারি না। এতদ্রূপ বহু চিন্তার্ণবে মগ্ন হইয়া আশু উপায় স্থির করিলেন যে স্বামীর নিকট কোন দিবস শ্রুত আছি যে স্ত্রীগণেরা উপপতি প্রতি প্রীতি করিলে অত্যন্ত প্রীতি পান এবং উপপতি পতি অপেক্ষা অধিক স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ উপপত্নী দিগকে যথেষ্ট ভাল বাসে। এবং যে রমণী স্বকান্ত ভিন্ন অন্য কান্তে রতি সম্প্রদান করেন তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অত্যুত্তম রূপে সম্পাদন হয়, আর পর পুরুষ স্পর্শ করিলে স্ত্রীগণেরা যেন স্বর্গ মার্গ দর্শন পায়েন। অতএব এই সকল ব্যাপারে যে কি রূপ ব্যাপার তাহা আমার অগোচর। কিন্তু সেই বিরহিণীর পীড়া দায়ক অন্তরায় দুরন্ত সম দুর্দ্দান্ত বসন্ত পতি হইতে এখনি আমার গোচর হইল। ইত্যালোচনা করত গৃহ হইতে নির্গত হইয়া ইতস্তত অবলোকন করিতে থাকিলেন। হেন কালে সন্ধ্যার প্রাক্কালীন সেই গ্রামের গ্রাম্য কোটাল খুদিরাম সর্দার ঐ পথে গমন করিতেছিল। তখন মোহিনী ঐ কোটাল পুত্রকে দর্শন মাত্রেই ভাবিলেন যে কেন আর কালান্ত কালের ন্যায় কন্দর্পের দর্পে প্রাণান্ত হই এই কোটাল রত্নকে যত্ন করিলে এই পাপ স্মর শরে অবসর পাইতে পারিব, সুতরাং ইহা ভাবিয়া ঐ গ্রাম্য কোটালকে হাস্যাননে দক্ষিণাক্ষ উলাক্ষ ও বক্র নেত্রে চঞ্চল দৃষ্টি করত কহিতেছেন। হাঁগা ঘর শোভার দাদা

একবার আমাদের বাড়ীতে এসনা গা। খুদিরাম কহিলেন কেনগা। মোহিনী কহিলেক ওগো আমার একটি কথা আছে কোটাল পুত্র কহিলেন ভাল এই খানেই বলনাগা। মোহিনী কহিলেন সে অতি গোপন কথা, ইহা বলিয়া ঈষদ্ধাস্যে নয়ন ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে রঙ্গেতে স্তনদ্বয় দিগাম্বর করিয়া পুনঃ অম্বরে সম্বরণ করিল অর্থাৎ স্তনযুগল হইতে বস্ত্র হরণ করিয়া আবার আচ্ছাদন করিল। তখন ঐ পীনস্তনীর স্তনদ্বয় খুদিরাম দর্শন মাত্র গাত্র শিহরিয়া মদন মাদনের মত্ততা প্রযুক্ত চলে। চলো এই বাক্য প্রয়োগে মোহিনী সহিতে বাটীতে প্রবেশ হইল। পরে মোহিনী অমনি নির্জন পাইয়া নিজ পালঙ্কে উঠিয়া কোটাল পুত্র সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে দৃঢ়তর অনুরাগে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে মদন বাণ ছেদনান্তে অতি তুষ্টা হইলেন। তথাচোক্তং।

শ্লোক।

নস্ত্রীণাং মপ্রিয় কশ্চিৎ প্রিয়োবাপি নবিদ্যতে।
গাবস্তৃণ মিবারণ্য প্রার্থয়ন্তি নবং নবং॥

অর্থ। পণ্ডিতেরা ইহাই কহিয়াছেন যে স্ত্রীগণের অপ্রিয়ও কেহ নাই, প্রিয়ও কেহ নাই, যেমন গরু সকল বনেতে নব নব ঘাস প্রার্থনা করে সেই রূপ নূতনং পুরুষ স্ত্রীগণের প্রার্থনা করে।

এবং পুরুষও তদ্রূপ। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন।

শ্লোক।

নাগ্নি স্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা॥

অর্থ। কাষ্ঠেতে অনল তৃপ্ত কভু নাহি হয়। নীচগা

নদীতে জলনিধি তৃপ্ত নয়॥ প্রাণিতে না হয় তৃপ্ত যম মহাশয়। পরাঙ্গনা প্রাপণে পুরুষ তৃপ্ত নয়॥

এবং ঐ কবিতার অর্থ স্ত্রীদিগের প্রতিও তারতম্য হয় তাহা গদ্য ছন্দে নিবন্ধ করিলাম।

কাষ্ঠেতে অগ্নি তৃপ্ত হয় না, নদীতে সমুদ্র তৃপ্ত হয় না, সমস্ত প্রাণিতেও যম তৃপ্ত হয় না, পুরুষেতে স্ত্রীলোক তৃপ্ত হয় না ইত্যাদি।

শ্লোক।

সাধুং গুণাশ্রয়ং কীর্ত্তি যুতঞ্চ কান্তং পতিং রতিজ্ঞং ধনিনং যুবানাং। বিহায় শীঘ্র বনিতা পরং নরং ব্রজন্তি হীনং গুণ জাতি রূপেঃ॥

গুণাধার কীর্ত্তিমান সুন্দর বরণ। রতিবিজ্ঞ ধনবান, তরুণ যৌবন॥ হেন পতি ত্যজি গুণ রূপ জাতি হীনে জারান্তরে রতি দেন সকল স্ত্রীগণে॥ অতএব ইত্যাদি।

পরে ঐ মোহিনী সারা নিশা মদনোৎসবে মত্ত হইয়া প্রাতে মুক্তাবেণী হইয়া খুদিরাম বাবুকে বিদায় দিলেন। তখন ঐ হুটাৎ পতি কটাৎ শব্দে চটাৎদ্বার খুলিয়া ফটাৎ২ পাদুকার ধূলিতে ঝটাৎ বহিষ্কৃত হইয়া স্বভবন গমন করিতে২ আহ্লাদে ভাসিতে২ হাসিতে২ ভাবিতে লাগিলেন যে আঃ এপাড়ার মধ্যে লোক্কাত্তো আমি। মোর রূপ গুণে মেয়ে গুলো উপর পড়া হয়, রাত্রে কম মজা হয় নি, গেছে তবু দাঁতে মিসি দিয়ে যাইনি ও মাথা ঘসি নি, টেড়ি কাটিনি, আঁখি ঠেরিনি, যা হউক মেয়ে মানুষ এক কথায় বস করিতে পারি। কিন্তু বনাথ দের বৌটা এত উপরপড়া হলোনি। ভালো যাক দুদিন হতে হতে হবে, এখন নৈতুন রূপটা দিন কতক খেয়ে নিই।

প ভাবিতেং যাইতেং নাকি সুরে একটি টপ্পা গাই-তেছেন সে টপ্পা এই।

তাল খেমটা। রাগ চণ্ডাল।

ছোকরার পীরিতি ছুকরী তোরে দেখাবো।

দুটা ধমা ধরে মানের ঘরে চটপটে ঘা লাগাবো॥

এইরূপ টপ্পাটী গাইতেং বাটী গমন করিলেন অন-ন্তর রজনি যোগে ঐ কোটাল নাগর সওদাগর নাগরী আগারে উপস্থিত হইবা মাত্রে মোহিনী মহা সুখে সুখী হইয়া কহিল ওহে প্রাণকান্ত এতো তোমায় না হেরে দহে প্রাণ ছিলনা ওহে তোমায় দর্শন করিতেং ও আমার পলকে প্রলয় ইহা শুনিয়া কোটাল বাবু কহিলেন তুমি আমার জন্যে ভেবেছ, আমি বাগান, বাগান, আমবা-গান, জলের ঘাটে, টপ। ইহার তাৎপর্য্য ঐ সব যুবতী গণ বহির্দেশে গমন করিবা সরোবর তটে গাত্র মার্জ্জন করিতে ছিল তখন ঐ কোটাল বাবু তন্নিকটস্থ আম্রো-দ্যানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেশে থাকিয়া নীর মধ্যে এক লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। এইরূপ বিবিধ কথোপকথনে হাস্য রসে রতি কৌশলে যামিনী প্রভাত হইল ও খুদিরাম বাবুর সেই পর্য্যন্ত বাটী যাওয়া ক্ষান্ত রহিল। ক্রমে নিত্যং নিত্য সেবায় উভয়ে নিযুক্ত হইল। অনন্তর মোহিনীর স্বামী সাধু পুত্র রূপধর দাসী কর্ত্তৃক অপমা-নেও অভিমানে কেশ শূন্য মস্তকে বাসাচ্ছাদন পূর্ব্বক অর্থাৎ নেড়া মাথায় চাদর বান্ধিয়া ধিকিং চলিতেছেন এবং রসবতী কর্ত্তৃক প্রাপ্ত যে বক্রবাক্য পরিত্যাজ্য ইত্যা-দি শ্লোক তাহা মনেং চিন্তা করিতেং দিবাবসান সময়ে গৃহ নিকটস্থ হইয়া তাহাদের হাস্য পরিহাস্যাদির হাহা

স্বর শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া গবাক্ষ দ্বারে দৃষ্টিপাত করত ক্রোধে থর২ থর২ কম্পিত কলেবর হইয়া ঝটিতে বাটীতে প্রবেশ করিয়া গৃহের দ্বার খোলা, গৃহের দ্বার খোলা, এই বাক্য প্রয়োগে মস্তকে হস্ত দিয়া বসিলেন এবং ভাবিলেন যে রাজকন্যা যে যজ্ঞবাণি পরিত্যজ্যাস্মি শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন তাহার ফল আমি প্রত্যক্ষই পাইলাম। হায়২ আমার ভার্য্যা অতি ধৈর্য্যান্বিত ছিল কেবল আমার পাপেই প্রিয়া পাপিনী হইল। আহা আমি কি কুলাঙ্গার জন্মিয়াছিলাম কুলাঙ্গার করিলাম এইরূপ বহুবিধ খেদোক্তিতে কতশত দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ পুরঃসর অসার সংসারে পরাঙ্মুখ হইয়া দণ্ডীবৎ আপনাকে মানিয়া হে পরমেশ্বরঃ জগদীশ্বর গজ্জনঃ অনাথ দীন হীনে রক্ষাং কুরু২ রক্ষাং কুরু ইত্যাদি দৃঢ় ধ্যানে বনগামী হইয়া সাধু সঙ্গ লইলেন ॥

সাধু সুতের সাধুসঙ্গ ব্যতীত উপরোক্ত সমস্ত বৃত্তান্তের তাৎপর্য্য এই যে পরস্ত্রীতে আসক্ত হইলে স্বস্ত্রীকে পর পুরুষ ভোগ করে আর পর পুরুষে স্ত্রীগণের অতি প্রীতি হয় এতাবতাস্ত্র স্ত্রী সন্নিধে প্রস্তাব করিলে স্ত্রীগণের কুলাচার অতিক্রম করেন অর্থাৎ কুপথগামিনী হয়েন সার স্ত্রীকে বিদ্যারত্নবৎ অতি যত্নে রাখিবেন যেহেতু বিদ্যা প্রত্যক্ষ ব্যতীত পরকে রাখিলে বিপক্ষবৎ হয়েন

অনন্তর ঐ সওদাগরের স্ত্রী উপপতি সহিত অতি নিষ্কণ্টকে মদনোৎসবে থাকিলেন পরে একদা ঐ খুদিরাম মোহিনীর গলদেশে হস্ত সংলগ্ন পুরঃসর কহিলেন যে প্রাণ আজ মোর পিঠে খেতে বড় ইচ্ছা গেছে মোহিনী কহিলেন সখা তার চিন্তা কি এক্ষণে প্রস্তুত করি

হা বলিয়া তূর্ণ তণ্ডুলাদি চূর্ণ করিয়া সরু চাউলি লী আদি সন্ধলি অর্থাৎ আসকে ও গোধূমাদি গুঁড়াতে অর্থাৎ ময়দা প্রভৃতিতে পুরী কচুরী পূপ অর্থাৎ লুচি ঙ আদি বিবিধ পিষ্টক পাকান্তে পাত্র পূর্ণ করিয়া ঐ কোটাল পুত্র বাবুকে ভোজনার্থে সাদর পুরঃসর সম্বোধন করিতেছেন। এসোহে এসো বলি ও বর্ণচোরা মনোচোরা এসোনা শুনিতে কি পাওনা। ইত্যুক্তি শ্রুত মাত্র খুদিরাম বাবু আহ্লাদে অঙ্গ টলং চলং খলং সমানন্দে রসিকতা করিলেন। যে মোকে মনি চোরা দের খাপারে বলিনা মুই পিঠা খাবুনি। মোহিনী কহিলেন ছি ছি প্রাণ ওকথাও বলে। এসোং আমি তোমায় তুলেং খাওয়াই ইত্যুক্তে যে সকল দ্রব্য খাদ্য দ্রব্য তাহা হস্তে লইয়া খুদিরাম বাবুর বদন ব্যাদন করিয়া গ্রাসার্পণ করিবা মাত্র খুদিরাম বাবুর শব্দে থুথু করিয়া ফেলিয়া কহিল। যা যা যা। তুই কি পেঁয়াজের পিঠা খাওয়াস্ ঘিয়ের গন্ধে বাঁচতে কনা যায় না মোদের মায়েদের কাছে পিঠা গড়া শিখে আসগে যা। বাবুদের বৌকে জানিসতো সেই চিনিবাসের মা, যার নাম দেখে কায়েত বামুনের মেয়েরা হন্যেং করে তাহার শিখে যায়। মোহিনী ঐ সকল উক্তি শুনিয়া ঘৃতাক্ত ভাজিত যে সকল পিষ্টক তাহা থালা ভরিয়া খুদিরাম বাবুর সম্মুখে রাখিয়া কহিল। এইবার খাও দেখি প্রাণ। খুদিরাম বাবু কহিলেন মোকে তুলেং দে মুই খাঁ করি কিন্তু মুই তোর কোলে বসে খাবো লাগছে। তাই ভাল বলিয়া মোহিনী ঐ কোটাল পুত্রকে কোলে বসাইয়া পিষ্টক

খাওয়াইতে লাগিল। পরে কোটাল বাবু রসিকতা করিলেন। আহা যেন যশোদার কোলে কৃষ্ণ দোলে মোহিনী কহিলেন ছিছি প্রাণ অমন কথা কি বলিতে আছে ক্ষুদিরাম কহিল তুই বড় [illegible] ভাল মানুষেরা ঠাকুর দেবতার কথা নইলে ঠাট্টা তামাসা করে না, তোমার মুখে যেমন শুধু পেরান, পেরান, পেরান। এই রূপ রস ভাবে ক্ষুধা নাশে পিষ্টক ভক্ষণ করিয়া আচমনান্তে পর, তদুপরি উপবিষ্ট পুরন্দর কামদেবের হস্তের দূরে থেকে [illegible] বালকোপে নিপুণ হইলেন। পরে একদা দিবা অবসান সময়ে পবনের গমনাভাবে গুরুতর গুমট প্রযুক্ত ক্ষুদিরাম বাবুকে মোহিনী কহিলেন যে প্রাণনাথ প্রাণ যায় ভার বায়ু বিনে আয়ুঃ শেষ প্রায় দেখিতেছি কোথায় যাই কি ক্ষুদিরাম বাবু কহিলেন তবে চল ছাদের উপর চল। মোহিনী কহিলেন ছাতে যাইবার সিঁড়ি নাই কি প্রকারে ছাতে যাইতে পারি। ক্ষুদিরাম কহিলেন আচ্ছা আমি ফিকির করিতেছি। ইত্যাদি [illegible] সংযোগে এক সিঁড়ি রূপ ধরিয়া অধোমুখে [illegible] খুদিরাম বাবু রমণীকে তাহাতে বসাইয়া আপনি [illegible] উপরে [illegible] দোপরি আরোহণপূর্ব্বক উক্ত শিকা সহা [illegible] উত্তোলন করিয়া আনন্দে রাত্রি বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে অবরোহণ কালীন ভার প্রযুক্ত উক্ত মূর্তি [illegible] হইয়া খুদিরাম বাবু [illegible] গতিক [illegible] লম্ফ দিয়া নিচে আসিয়া কহিল। হেদে দেখ তুই ঐ শিকাটাতে বসে। আমি নীচেয় থেকে শিবে [illegible] তোর [illegible] আর অন্য উপায় নাই মোহিনী কহিলেন সেকি প্রাণ ইহাতে যে প্রাণ যায়

... খুদিরাম বাবু কহিলেন দূর তুই বড় জানিস দাড়ি ...া কত পাংকোয়ার ঘাটি তোলা হয় আর এ কর্ম্মটা ...ব না দেব শিকের চাপ। মোহিনী এমন কথা শোভা ...র বাক্যে বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শিক্যারোহণ করিয় তৎক্ষণাৎ সন্নাস্তানে পতিত আছে ..., ...দের উদ্দে...ন করিলেন। ... জনশ্রুতি দ্বারা ... ...খুদিরাম বাবুর প্রাণদণ্ড হইল। অনন্তর ... ...হইল যেমন কর্ম্ম তেমন ফল অবশ্যই ... ... তথাহি।

শ্লোক।

...ভিত্রৈর্ম্ম ...ভির্মাসৈ ...ভিঃ পক্ষৈ ... ...
...ত্যুৎকটৈঃ পাপ পুণ্যৈরিহৈব ফল মশ্নুতে॥

অর্থ। পণ্ডিত কর্ত্তৃক ... ... পাপ কি পুণ্য ... কর্ত্তৃক যে ফল ... তিন দিনে ... তিন পক্ষে বা তিন মাসে ... তিন বৎসরেতেই প্রাপ্ত হয়।

গীত। রাগিনী ... তাল ...।

রমণী রতনে যদি এত যতনে, ...।
চেতন রূপা রমণীরে কর আলিঙ্গন॥

কামিনী ... ফলে, ... কর ... , ... বেশে, কেনরে লুণ্ঠন। ... বিফল ফলে, ...রে চারি ফলে, চলরে ... , করিতে রমণ।

বিচ্ছেদের অন্ধকারে, কিন্তু ... প্রেমরে, কেন ... ...ায়েই, হও জ্বালাতন। তাই ... বলি আমি, সেই ...নে হও প্রেমী, বিচ্ছেদের ছেদ ... সর্ব্বক্ষণ॥

নীলকান্ত রসবতীর তত্ত্বজ্ঞানের তত্ত্ব প্রবর্ত্ত।

গদ্য। এখানে নীলকান্ত স্বীয় রাজ্যে রসবতী সহিত কাল যাপন করত একদা রজনী যোগে স্বদারা সমভিব্যাহারে বিহারার্থে বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী কুসুমাটবীতে সমাগত হইলেন। পরে তথা মন্দ২ মারুৎ আলিঙ্গনে ও বিবিধ পুষ্পের গন্ধে ও নানা জাতি পক্ষির ধ্বনিতে ও সুধাকরের সুধাসিক্ত জ্যোতিতে উভয়ে ফুলধনুর শরাঘাত হইয়া রতি প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়ায় মনোভিনিবেশ করত নীলকান্ত স্বীয় প্রেয়সী প্রতি প্রশ্ন প্রস্তাব করিলেন যে হে নিতম্বিনি নিষ্কলঙ্ক সুচারু চন্দ্রমুখি এই ধর্ম্মশালা সংসারে মানবগণের জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য কি তাহা আমার প্রকাশ করিয়া কহ দেখি। রসবতী কহিলেন হে হৃদয়নাথ আপনার শ্রীপদপঙ্কজের অনুগ্রহেতে এ অধিনীর যদ্রূপ শিক্ষা তদ্রূপানুসারে নিবেদন করিতেছি। হে প্রিয় হে কান্ত শ্রবণে শ্রবণপাত করুন। মানবগণের কর্ত্তব্য এই যে প্রথমে বিদ্যাধ্যায়ন করিবে দ্বিতীয়ে ধনাৰ্জ্জন করিবেক, তৃতীয়ে সেই ধন দ্বারা ধর্ম্মার্জ্জন করিবেন ইহাতে চতুর্থে চতুর্বর্গ প্রাপ্তে পরমাত্মা পরম পুরুষ পরাৎপর পরমেশ্বর লভ্য করিতে পারেন ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত হওনের সম্ভাবনা।

তথাচোক্ত। শ্লোক।

প্রথমে নার্জ্জিতং বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধন
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্য চতুর্থে কিং করিষ্যতি ॥

এতদ্রূপে দম্পতির বিবিধ প্রকার প্রশ্নোত্তর হইতে থাকিল পরে সেই উদ্যানের প্রান্তভাগে কোন পর

সের বক্তৃতা উহারা শ্রবণ করিয়া তৎপথ গমনেচ্ছুক
িয়া কাল যাপনে নৈপুণ্য হইলেন।

পরমহংসের বক্তৃতা যাহা দম্পতিরা শ্রবণ করিল।

আত্ম তত্ত্ব।

ত্রিপদী। ভাবি তব কিবা ভ্রম, কর কিবা পরিশ্রম
নব বিক্রম ধরিয়াছ। ক্রমেই তব ক্রমে, গানে বাক্
ন ক্রমে, আরোপায় কিবা করিয়াছ॥ পরিজনগণ
ে পরিহাস করি রঙ্গে পরিণাম আছে পরিহরি।
ে মত্ত হবি, জ্ঞানমগ্নময় হবি, ভাব চিন্তা কে লক্ষ-
করি॥ করে বিতন্ত্রের গর্ব্ব, বিনয় করিলে খর্ব্ব
ন হতেছে ধন মদে। অন্যকালে দিবাকর, তখন নি
াকর, দিবাকর নন্দনের করে। ভাব সংসারের জন,
তেছে জনরব, আয়ুঃ বারি শোকে নষ্ট করি। ভক্ত
॥ ভ সাধন, হেম দেশ মহাশয়, ভবে মায়া প্রাণ দাঁ
র॥ বারি বিনা চতুর্দ্দল, প্রফুল্ল সহস্র দল, কমল
গুনে সুখ হবে। কমল হইলে জল, ডাঁসম্বি বাসনা
হংসের বিহনে প্রাণ পাবে॥ আত্মজ্ঞ জন দ্বারে
াপি হবে পঞ্জরে, অচেতনে সচেতন কর। চৈতন্য
ি হইতে, বন্ধ করি কাণ্ডজ্ঞানে, পাবিতে নাশিবে
ত কর॥ উদক হইলে পঙ্কে, সুজল তব পঙ্কে,
পঙ্কে সদিন ঘটিবে। মায়া জাল করি ছিন্ন, মৌন
র ডিম্ব, সদানন্দে কেলী আরম্ভিবে॥ রূপ পূর্ণ
র জলে, ক্রমেতে সহস্র দলে, হংস গিরা হইবে প্রবে-
। সেইকালে ধরি তারে, রাখিয়া মনি মন্দিরে, দিন
দে ভাবিবে দিনেশ॥ ষট্চক্র করি ভেদ, ষট্চক্রে
ভেদ, আভেদ আশায় রত হও। সদা শমন সমজ

কস্মারে নিদিধ্যাসন, নিত্যার অনুষ্ঠানে রত॥ অর্থা এই সংসারে, সার মাত্র সারাৎসার, পরাৎপর যি হন নিত্য। থাকিয়া অতি নির্জ্জনে, ভাব সেই নিরাঞ্জ সত্য হইতে পারে সত্যর॥ বেদাদি ষড় দর্শনে, র সেই অন্বেষণে, ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যত মুনি। ত সদা ভব চিন্তে, ভাবিয়া একান্ত চিন্তে, অচিহ্নিত হ চিন্তামণি॥ ধ্যানাতীত জ্ঞানাতীত, বর্ণাতীত শব্দাতী দর্শনাতীত আদি দৃষ্টাতীত। তথাচ যে সর্ব্বব্যাপ জনশ্রুতি সর্ব্ব ব্যাপী, অস্তি বাক্যে জগত প্রতীত হইয়ে বিবেক নাস্তি, কেন কর নাস্তির, অস্তি বল না কভু সৃজন পালন লয়, যাঁহার ইচ্ছায় হয়, নি তার নিত্য সেই বিভু॥ উদ্ভিজ্জ আর স্বেদজ, অণ্ড নক্ষ, ভূতগ্রাম হয়ে অচেতন। মনুষ্যা . গতি বলে পদব্রজে, চেতন হইতে সচেতন সঞ্চার উদ্ভিজ্জ, চেতন হইতে বীর্য্য, তথাচ গ বিহীন হন; তদ্রূপ নাস্তিকগণ, গতিহীন হয়ে রন, ... হইতে অচেতন॥ অতএব চারবাক, কেবল অ , বাক ধরে অবাকে কি ফল। ত্যজ মন্দ নিরান সচ্চিদানন্দ, কেন কাল হরিছ বিফল॥ অদ্বিতীয় স্নান নির্গুণ কিন্তু ত্রিগুণ, সর্ব্বভূতে চ দিতে; সেই পুরুষ প্রধান, সর্ব্ব জীবের নিধান, বি দিলেন বেদাদিতে॥ যদি ভাব সেইজন, চতুর্ভুজ না ন, কিম্বা তিনি গজানন হন। কিম্বা তিনি সড় কিম্বা তিনি পঞ্চানন, কিম্বা তাঁর চতুর্থ আনন॥ তাঁর নাস্তি ভুজ, কিম্বা তিনি সড়ভুজ, কিম্বা তিনি অষ্ট ভুজা। কিম্বা তিনি দ্বয় ভুজ, কিম্বা তিনি দশ

কিম্বা তিনি অষ্টাদশ ভুজা ॥ কিম্বা তিনি জলাকার, কিম্বা অগ্নি অবতার, কিম্বা বায়ুঃ কিম্বাই বা ব্যোম। কিম্বা তিনি জ্যোতির্ম্ময়, কিম্বা কাষ্ঠ লোষ্ট্র হয়, কিম্বা শীলা স্থাবর জঙ্গম ॥ তবে শুন প্রত্যুত্তর, ইত্যাদি হইলে পর, নিত্যত্ব থাকেনা সেই নিত্যে। সাকার হইলে কায়, অবশ্য নাশেরে পায়, বিনাশ বর্ত্তায় তবে সত্যে ॥ অতএব এ বচন, অন্ধের হস্তি দর্শন, অন্টম নায়ের ন্যায় ন্যায়। কেন হও জ্ঞান হত, কেশেতে ধরে নিয়ত, মনে কর উক্ত মীমাংসায় ॥ আর ইথে কর ঐক্য, দর্শন ন্যায়ের বাক্য, মীমাংসায় অতি বিচক্ষণ। যাহে আপ্ত প্রাপ্তিগণ, পেয়েছিল আত্মধন, ভাব সেই মীমাংসা এক্ষণ ॥ ছাড় এ বাক্যেশ, ত্যজহ বিদেশ, ইহাগ্য দেশে আশুয় লও। পূর্ণিবে সর্ব্ব সন্দিগ্ধ, আশুতে হইবে স্নিগ্ধ, কেন মায়া দুঃখে দগ্ধ হও ॥ ভাব এক পদার্থ পদ, অবশ্য পাবে সম্পদ, গোষ্পদ জবের সিন্ধু হবে। নিষ্কন্দ কালের পাশ বিপদ হবে সম্পদ, পদেশ মোক্ষ পদ লাভে ॥ পরম পরমানন্দে, পাইবে পরমানন্দে, অন্ধ যুচে হইবেরে ইন্দ্র। অজ্ঞান তিমির পাশ, অচিরে হইবে নাশ, প্রকাশ হইবে জ্ঞানচন্দ্র ॥ অতএব সর্ব্বক্ষণ, ভাব সেই নিরাঞ্জন, আদ্য অন্তহীন তিনি হন। যাঁর কৃপাবলোকনে, কীটাদি মনুষ্যগণে, আহার বিহারে সুখে রন ॥ দেখহ অতি কাছে, পার্শ্বা প্রাণির জঠরে, পায়ে কত কঠর যন্ত্রণা। ভাবি সেই নিরাঞ্জন, দেখে এই ত্রিভুবন, ক্রমে হয় মায়া সংঘটনা ॥ নির্গমিত আশু যত, প্রতিক্ষণ হয় হত, স্নেহে বলে ছিল এত আশু। সুখে বঞ্চে দিন দিন, নাহি ভাবে সেই দিন, যে দিনে পলাবে প্রাণবায়ু ॥ হেরিয়ে

স্বীয় লাবণ্য, মনে ভাব আমি ধন্য, মান্য গণ্য হই সর্ব্বক্ষণ। কিন্তু তোরে হেরি দৈন্য, আহার তোমার জন্য, যোগান সর্ব্বদা সেই জন॥ গর্ব্বে করিয়া স্থাপিত, ক্রমে করে অঙ্গাঙ্কিত, কিবা তাঁর আশ্চর্য্য ব্যাপার। দেখ২ সর্ব্ব প্রাণী, ভূমিষ্ট না হৈতে প্রাণী, পয়োধরে ধরে পয়োধার॥ আর দেখ লক্ষ২, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, তাহে পুনঃ শাখা দেখা যায়। ক্রমেতে হৈয়ে মুকুল, কত শত ধরে ফুল, পরে ফল ফলে যত তায়। পরে সেই প্রতি ফল, পাইবারে প্রতি ফল, অঙ্কুর করয়ে উৎপাদন। এইরূপ ফের ফার, কৃপায় হতেছে তাঁর, সেই জন জগত কারণ॥ আমি কর্ত্রি আমি হই, এই বাক্য কই, করে কেন লভিছ যন্ত্রণা। লয়ে বেদের বিধান আপনারে যন্ত্র জ্ঞান, করে সেই যন্ত্রিরে ভাবনা॥ যদি দর্প কর মনে, আমার নিয়োগ বিনে, ক্রিয়া নাহি হয় সমাপন: কিন্তু ওরে মূঢ় মন, যে তব নিয়োগী জন, বুঝি নক্ত তাঁর অন্বেষণ॥ সব তাঁরে সমভার, সেবা ভাবে তাঁরে ভাব, অভাব হৈতেছে কেন তাবে। বারেং পরিবর্ত্তে, কভু বা ভ্রমিবে মর্ত্তে, তত্ত্ব বিনে তত্ত্ব নাহি পাবে॥ পরি হর অহঙ্কার, ভেবে দেখ কেবা কার, কোথা হৈতে এসে কোথা যায়। হইয়ে মায়ায় বদ্ধ, সকলের হয় বাধ্য, অবশেষে কান্দিয়া কাঁদায়॥ দেখ সেই কিবা কাল, যেকালে ঘটিবে কাল, তখন কি কাল ব্যাজ সবে। পড়িয়া থাকিবে সব, পড়িয়া থাকিবে শব, তাজিবেক আত্ম বন্ধু সবে॥ যখন আসিবে তারা, কোথায় থাকিবে তারা, যারা তব অতি প্রিয় তর॥ হইবেরে তারা হারা, তারায় মিলাবে তার

াই বলি তাঁর চিন্তা কর।। যথা বৃদ্ধি তথা হ্রাস, জন্মি-
লে অবশ্য নাশ, কভু নহে বিনাশ বর্জ্জিত। ক্ষণ ভঙ্গুর
বন, পদ্ম পত্রের জীবন, জীবনের বিম্ব প্রায় স্থিত।।
রে অস্থিত দেহ, স্থিতা স্থিত কভু দেহ, পান্থেয়
রে উপস্থিত। যেতে হবে সেই গ্রাম, যে গ্রামে
রম ধাম, ছেড়ে যবে এ গ্রাম রক্ষিত।। অতএব সাব-
ন, যতক্ষণ আছে জ্ঞান, কর২ বৈরাগ্য অভ্যাস। বিদে
নিরাময় মন, সদা সুখী হবে মন, ত্যজ দম্ভ মোহ উপ-
স।। যদি এই উপদেশ, মনেতে করিয়া দ্বেষ,
অহঙ্কারে আদেশ লঙ্ঘিবে। হবে কষ্ট নানা রূপ, স্ত্রী
র স্তন রূপ, কোন স্থানে নিস্তার না পাবে।। দেখ
ই স্তনগিরি, অগ্রে ছিল বিন্ধ্যগিরি, অহঙ্কারে পরি-
কার। স্তন সায় স্বর্গোপরি, হইয়ে সূর্য্যের অরি, গতি
রুদ্ধ করণাকাঙ্ক্ষায়।। পরে দেখ দর্পহারি, অগস্ত্য হইয়ে
রি, গর্ব্ব খর্ব্ব করিল অচিরে। পাছে স্তন অভিমান,
লজ্জায় পলায়ে যান, সরোবর নীরে ফিরেং।। তাশ্রয় পায়ে
দক হইল পদ্ম কোরক, তথায় দেখয়ে চমৎকার।
দি কোপে দিবাকর, প্রকাশিয়া খরকর, হৃদয় বিদীর্ণ
র তার। তাতে পুন দর্পহারি, মৃগাঙ্কের মূর্ত্তি ধরি,
কভু সব খণ্ডন করে। দুস্কর দেখিয়া, স্তন, মনে করিল
তখন, আর থাকা নহে সরোবরে।। অতি নীচ জলা-
শ, নীচের করে আশ্রয়, দেক করে ভেক সর্ব্বক্ষণ। নীচ
ান ছেলে বাস, অবশ্য ভদ্রত্ব নাশ, উক্ত আছে পণ্ডিত
গণ।। অতএব নীচাশ্রয়, পরিত্যাগ যোগ্য হয়, উপ-
যুক্ত উচ্চের আশ্রয়। এতেক ভাবি অচিরে, আরোহিয়া
গিরি শিরে, স্তনকুম্ভ করি কুম্ভ হয়।। কিন্তু তথা সেই

সূর্য্যঃ প্রকাশিয়া স্বীয় বীর্য্য, করি কুহকেতে জ্বালাতন দর্পহারি পুনরায়, হস্তিপান হৈয়ে তায়, করঙ্কশ প্রহারে সর্ব্বক্ষণ ॥ করি শিরে জ্বালাতন, হৈয়ে ভাবিলেন মুং হারে২ হৈব কোথায়। যথায় গমন করি, সঙ্গে২ ফের অরি, পাছে২ হেরি অনুপায় ॥ এত ভাবি কুচকু ত্যাজ্য করি করি কুম্ভ, নারী বক্ষে করিল গমন। তথায় পঙ্কজ কর, হৈয়ে সেই দিবাকর, অরি ভাবে করয়ে দমন। দর্পহারি পুনর্ব্বার, হৈয়ে অবোধ কুমার দংশন করয়ে সদা দন্তে। অতএব অহংকার করিলে নাহি নিস্তার, অবশ্য ভোগিবে আদ্য অন্তে তাই বলি ত্যজ দম্ভ, কর২ সাধু সঙ্গ, অনির্ব্বচনীয় এ ভিন্ন। ক্রমে২ দিন দিন, তাহাতে হইলে লীন, অব নির্ব্বাণ হৈবে অন্তে। পুনঃ২ এই ভবে, আর না আসিতে হবে, আর না করিতে হবে দ্বন্দ্ব। আর না থাকিবে জ আর না থাকিবে গ্রাস, আর না থাকিবে নিরানন্দ আর না থাকিবে বাস, আর না থাকিবে শ্বাস, আর থাকিবে অহঙ্কার। আর না থাকিবে ক্লেশ, আর থাকিবে দ্বেষ, আর না থাকিবে পারাপার ॥ আর থাকিবে ভ্রান্ত, আর না থাকিবে শান্ত, আর না থাকি দাবানল। আর না থাকিবে লোভ, আর না থাকি ক্ষোভ, আর না থাকিবে চলাচল ॥ অবশ্য নিশ্চি হবে, অবশ্য নিশ্চিন্ত পাবে, চিরস্থির হৈয়ে এক দি কেন কালের অধীন, হৈয়ে ভাব দিন দিন, কর২ স নের তত্ত্ব ॥

গীত। রাগিনী সুরট মোল্লার। তাল ধিমে তেতালা

অধীনে থাকিবে কত আর। মনঃ আমার ॥

এত কাল দিলে বাসের বাস, ওরে মার্যান হইতে নাম [illegible] নাকি তোমার॥

[illegible] বিবেক [illegible] কেন [illegible] [illegible] এই বিশ্বে [illegible] [illegible] [illegible] অলংকার।

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] তবে সেই নিরাকার [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত।

শুদ্ধি পত্র।

পত্র।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৪	১৮	নিশ্বারণ	নিঃসরণ
১৮	৬	বিশ্বাশে	বিশ্বাসে
ঐ	[illegible]	এবাশে	এ বাসে
১৯	১[illegible]	কণ্টের	কণ্ঠের
ঐ	১৩	সচেতক	সচেতন
[illegible]	২[illegible]	রিক্ষ	রিক্ত
২২	[illegible]	উরুপরে	উরূপরে
২৩	[illegible]	অনঙ্গ সঙ্গে	অনঙ্গসঙ্গ
[illegible]	২১	করিয়া	হইয়া
২০	২৩	উন্মেক	উন্মেষ
৩৫	৪	[illegible]	মৃগেন্দ্র
[illegible]	[illegible]	গুচ্ছ	গুচ্ছ
৩০	১৫	বিকল	বিকল
[illegible]	৩	[illegible]	শশাঙ্করা
[illegible]	১২	দন্তাভাবে	দম্ভাভাবে
[illegible]	২১	অসম্ভুক্তি	অসম্ভক্তি
[illegible]	১৮	শ্যাম	শ্যাম
[illegible]		কৃষ্ণ	কৃষ্ণ
[illegible]	[illegible]	শাল	শাল
[illegible]	২২	নয়নানন্দে	নয়নানন্দে
[illegible]	৬	পরাবার	পারাবার
[illegible]	১৪	নয়	সয়
	১২	পলন	পলন

শুদ্ধিপত্র।

পত্র। পংক্তি। অশুদ্ধ

২৫ । ত্যজি মৃগমদ বৃত্ত, মৃগমদে করি তনু,
রসাল করলো রসবতী।
দূর্মিবিষ দিয়ে শিরে, করাও হে দিন প্রিয়ে,
নেত্রের বিকার বৃদ্ধি অতি॥

শুদ্ধ।

কেন [illegible] মগ মদে করে তনু,
রসাল করলো রসবতী।
পুনর্বৃষ্টি দেহ প্রাণ, করি আমি বিষ পান,
নেত্রের বিকার বৃদ্ধি অতি॥